ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 9 December 2021 ■ আগরতলা ৯ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ■ ২২ অগ্রহায়ন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

তামিলনাড়ুর জঙ্গে ভেঙ্গে পড়েছে বায়ুসেনার এমআই-১৭ হেলিকপ্টার। এই হেলিকপ্টারেই ছিলেন সেনা সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়ত।

তামিলনাড়ুতে ভেঙ্গে পড়ল বায়ুসেনার এমআই-১৭, নিহত ১৩

সেনা সর্বাধিনায়াক বিপিন রাওয়ত দূর্ঘটনায় প্রয়াত, প্রাণ হারালেন স্ত্রীও

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স)।। প্রয়াত হলেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত। বুধবার সকালেই তামিলনাড়ু কুন্নুরে এক ভয়ানক কপ্টার দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়। সেই কপ্টারে যাত্রী ছিলেন সস্ত্রীক সিডিএস এবং আরও কয়েকজন সেনা আধিকারিক। বায়ুসেনা সূত্রে খবর, মৃত ১৩ জনের মধ্যে রয়েছেন সস্ত্রীক বিপিন রাওয়ত।। কপ্টার দুর্ঘটনার মুখে পড়ার পরেই যাত্রীদের মধ্যে তিনজকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় ৮ কিলোমিটার দূরের একটি হাসপাতালে। তৈরি করা হয় বিশেষজ্ঞ চিকিতসকদের দল। কিন্তু সেই হাসপাতালেই মৃত্যু হয় বিপিন রাওয়াতের। ঘটনার শোকের ছায়া নেমে এসেছে দেশজুড়ে।

ভারতের সেনা সর্বাধনায়ক বিপিন রাওয়ত।

বুধবার বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ তামিলনাড়ুর জঙ্গল ও চা বাগানে ঘেরা কুন্নুরে ভেঙে পড়ে বিপিন রাওয়াতের কপ্টারটি। এটি প্রযুক্তিগত দিক থেকে ভারতীয় সেনার অত্যন্ত ভরসাযোগ্য এমআই-১৭ হেলিকপ্টার। বিপিনের সঙ্গে হেলিকপ্টারে ছিলেন তাঁর স্ত্রীও। ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় বিপিনকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খবর পাওয়া যায়, শরীরের ৮০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে তাঁর। এর পর বেলা গড়াতেই খবর আসতে থাকে, ১১ জনের দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। যদিও শেষ পর্যন্ত বিকেলে খবর আসে, প্রয়াত হয়েছেন বিপিন রাওয়াত। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনা এতটাই জঙ্গলের ভিতরে ঘটেছে, যে উদ্ধার কাজ শুরু করতেও অনেকটা দেরি হয়। সংবাদ সংস্থার খবর অনুসারে, তিন জনকে উদ্ধার করা হয় ৮৫ শতাংশ পুড়ে যাওয়া অবস্থায়। তাঁদের মৃত্যু হয় ।তবে সকলের পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি, কারণ, এতটাই পুড়ে গিয়েছে দেহ যে কারওর পরিচয় জানাই সম্ভব হচ্ছিল না। যদিও হাসপাতালে ভর্তি বিপিনের জন্য প্রার্থনা করছিল গোটা দেশই। তবে শেষ রক্ষা হল না।

নরেন্দ্র মোদীর জমানায় নিযুক্ত প্রথম সেনাপ্রধান তিনি। স্বাধীন ভারতের সামরিক ইতিহাসে সশস্ত্র বাহিনীর তিন শাখার সর্বাধিনায়ক হওয়ার কৃতিত্বের পালকও জেনারেল বিপিন লক্ষ্মণ সিং রাওয়াতেরই টুপিতে।

১৯৫৮ সালের ১৬ মার্চ উত্তরাখণ্ডের পৌড়ীর এক গড়ওয়ালি রাজপুত পরিবারের জন্ম বিপিনের। তাঁর পরিবারে সেনাবাহিনীতে যোগদানের ইতিহাস পুরুষানুক্রমিক। বাবা লক্ষ্মণ সিংহ রাওয়ত ছিলেন ভারতীয় সেনার লেফটেন্যান্ট জেনারেল। রীতি মেনেই সেনায় যোগদান রাওয়াতের। শিমলার সেন্ট এডওয়ার্ড ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুরনো সংস্কৃতি ভুলে যান, পুর নিগমের সমস্ত কর্মচারীর উদ্দেশ্যে সতর্কবার্তা নয়া মেয়রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। শপথ নিয়েই পুর নিগমের সমস্ত কর্মচারীদের পুরনো সংস্কৃতি ভুলে যাওয়ার নিদান দিলেন নবনিযুক্ত মেয়র দীপক মজুমদার। তাঁর দাওয়াই, উন্নয়নের কাজে বাধা দেবেন না। দায়িত্ব নিয়ে কাজ করুন। কারণ, সবকিছুর উপর নজর থাকবে আমার। সাথে পুরবাসীকে তিনি আশ্বস্ত করেছেন, আগরতলা শহরের সমস্ত সমস্যা সমাধানে ট্রিপল ইঞ্জিন কাজ করবে।

বুধবার মেয়র পদে শপথ নেওয়ার পর দীপক মজুমদার বলেন, ব্যক্তিগতভাবে আজ আমার জন্য এক ঐতিহাসিক দিন। কারণ বিজেপির কার্যকর্তা হওয়ার সুবাদে মহানাগরিক হতে পেরেছি। তাঁর কথায়, ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে উন্নয়নে মানুষের আস্থা প্রদর্শিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরাকে প্রতিনিয়ত সাহায্য করছেন। তাই ত্রিপুরায় উন্নয়নের মহাযজ্ঞ চলছে। তাঁর দাবি, কেন্দ্র, রাজ্য এবং আগরতলা পুর নিগম, ট্রিপল ইঞ্জিন মিলে নগরবাসীর সমস্ত সমস্যার সমাধান করবই।

এদিন তিনি বলেন, মানুষ আমাদের সাথে রয়েছেন। পুর ও নগর সংস্থা নির্বাচনে তা আবারও প্রমাণিত হয়েছে। তাই, নির্বাচনের আগে প্রদত্ত সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করবই, দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরা সরকার সাথে রয়েছে, ফলে নাগরিক সমস্যা সমাধানে কাজ করার সুযোগ হবে। তিনি দলীয় কার্যকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে নগরবাসীর সমস্ত অভিযোগ শুনেছেন। সে সব অভিযোগ নিস্পত্তির জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দৃঢ়তার সাথে মহানাগরিক বলেন, আগরতলা শহরের সমস্ত সমস্যার নিস্পত্তি করবই। মানুষের সাথে কথা বলে, তাঁদের সাহায্য নিয়ে সমাধান করা হবে। এক্ষেত্রে পুর নিগমে সকলের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। তাঁর হুঁশিয়ারি, পুরনো সংস্কৃতি ভুলে যান। উন্নয়নমূলক কাজে যাঁরা বাধা দেবেন তাঁদের দিকে সজাগ নজর থাকবে আমার।

চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াতের মৃত্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। দেশের চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াতের ম'ত্যুতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন।

এক শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ এক হৃদয় বিদারক হেলিকপ্টার দূর্ঘটনায় দেশের চীফ অব ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) জেনারেল বিপিন রাওয়াতের ম'ত্য হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত দু:খিত। তার ম'ত্যতে দেশ আজ রণ কৌশলগত ও প্রতিরক্ষা দক্ষতার এক রত্নকে হারিয়েছে। দূর্ঘটনায় মিসেস মধুলিকা রাওয়াত এবং সশ' বাহিনীর অন্যান্য ১১ জন কর্মীর ম'ত্যতেও আমি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব দূর্ঘটনায় প্রয়াত সকলের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেন ও শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

গৃহবধূকে গণধর্ষণ মামলায় গ্রেপ্তার চার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। টেপানিয়া ইকো পার্ক এলাকায় ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্ত চারজনকেই আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা হয়েছে। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গ। গত ২০ নভেম্বর পতিছড়ি মেলা থেকে ভোর রাতে স্বামী-স্ত্রী নিজ বাইকে করে বাড়ি ফেরার সময় স্বামীকে মারধর করে স্ত্রীকে নিয়ে যায় দুস্কৃতিকারীরা। মহিলাকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা সংস্কার, পানীয় জল ও বিদ্যুতের দাবীতে কিল্লায় পথ অবরোধ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। কিল্লার রাইয়াবাড়িতে বুধবার সকাল থেকে পথ অবরোধ করে স্থানীয় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকরা। বেহাল রাস্তা ঘাটের সংস্কার, বিদ্যুৎ এবং পানীয় জলের দাবিতে তারা মূলত পথ অবরোধের শামিল হন। বুধবার উদয়পুর কিল্লার রাইয়াবাড়িতে পথ অবরোধ করে বিদ্যালয়ের ছাএছাত্রী থেকে শুরু করে এলাকাবাসি।পথ অবরোধকারিদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে রাইয়াবাড়ি এলাকায় বিভিন্ন রাস্তার বেহাল অবস্থা।

পাশাপাশি বিদ্যুৎ এবং পানীয় জলের সমস্যাও দীর্ঘদিনের।এনিয়ে গত কয়েক মাস আগে কিল্লা সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকের কাছে রাইয়াছড়া পাড়া সিনিয়র বেসিক স্কুলের পক্ষ থেকে দাবি জানিয়ে অবিলম্বে এসব সমস্যা সমাধানের অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু এই সমস্যার সমাধানের জন্য দপ্তরের তরফ থেকে কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই স্থানীয় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকরা পথ অবরোধে আন্দোলনে শামিল হন।

পথ অবরোধের খবর পেয়ে কিল্লা থানার পুলিশ এবং কিল্লা ব্লকের বিডিও ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। কিছুক্ষণ পথ অবরোধ চলার পর কর্তৃপক্ষের আশ্বাসের পরিপেক্ষিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। অবরোধের ফলে দুই দিকে প্রচুর সংখ্যক যাত্রীবাহী এবং পণ্যবাহী যানবাহন আটকে পড়ে। তাতে জনদুর্ভোগে চরম আকার ধারণ করে। এলাকাবাসী জানিয়েছেন সরকার ও প্রশাসনের কাছে বারবার দাবি জানিয়ে ইতিবাচক কোনো সাড়া না পাওয়ায় তারা বাধ্য হয়েই অতপ্রোত আন্দোলনে সামিল হয়েছেন।

অতীত ও বর্তমান

পুর নিগমের প্রাক্তন মেয়র ডঃ প্রফুল্লজিৎ সিনহা এবং বুধবার শপথ নেয়া নতুন মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

মহিলা সাংবাদিক সমৃদ্ধি সকুনিয়া এবং স্বর্ণা ঝা' এর বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যবিধি স্থগিত করল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স)।। সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে দিল্লির দুই মহিলা সাংবাদিকের বিরুদ্ধে রুজু করা সমস্ত ফৌজদারি মামলার কার্যবিধি স্থগিত করল সুপ্রিম কোর্ট। ধৃত সাংবাদিক সমৃদ্ধি সকুনিয়া এবং স্বর্ণা ঝা'এর বিরুদ্ধে ত্রিপুরা পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০বি (অপরাধী ষড়যন্ত্র), ১৫৩এ (ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা প্রচার) এবং ৫০৪ (শান্তি ভঙ্গের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত অবমাননা) এর অধীনে মামলা করাছিল।

ওই দুই মহিলা সাংবাদিক এবং মিডিয়া সংস্থা আদালতের কাছে তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর বাতিলের দাবি করেছে। বুধবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে একটি বেঞ্চ ওই দুই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যবিধি স্থগিত করা ছাড়াও এফআইআর বাতিলের দাবিতে ত্রিপুরার প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় সাম্প্রতিক হিংসা নিয়ে খবর করে বিপ্লব দেব সরকারের রোষের মুখে পড়েছিলেন এই দুই মহিলা সাংবাদিক। গত ১৫ নভেম্বর রাতে ত্রিপুরা থেকে অসমের গুয়াহাটি যাবার পথে পুলিশ তাঁদের আটক করেছিল। ত্রিপুরা সীমানা সংলগ্ন করিমগঞ্জ জেলার নিলাম বাজারের কাছ থেকে অসম পুলিশ তাঁদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়। ১৫ নভেম্বর সকালে অসম পুলিশ তাঁদের ত্রিপুরার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ে খবর করতে সমৃদ্ধি সকুনিয়া এবং স্বর্ণা ঝা ১১ নভেম্বর ত্রিপুরায় গিয়েছিলেন। ত্রিপুরা পুলিশের অভিযোগ, ওই দুই সাংবাদিক ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক শান্তি নষ্ট করার উদ্দেশ্যে ভুয়ো ও ভিত্তিহীন খবর প্রকাশ ও সম্প্রচার করেছিলেন।

এনএলএফটি-র তিন ও কেওয়াইকেএল জঙ্গি গোষ্ঠীর এক সদস্যের আত্মসমর্পণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। নিষিদ্ধ ঘোষিত বৈরি সংগঠন এনএলএফটি-র বিশ্বমোহন গোষ্ঠীর তিন সক্রিয় সদস্য এবং মণিপুরের কেওয়াইকেএল জঙ্গি গোষ্ঠীর এক সক্রিয় সদস্য আজ বুধবার ত্রিপুরায় বিএসএফের কাছে অস্ত্র সহ আত্মসমর্পণ করেছে। তাদের মধ্যে এক এনএলএফটি সদস্য ত্রিপুরায় সীমান্তে টহলরত আরসি বিওপির বিএসএফ জওয়ানদের খুনের সাথে জড়িত ছিল। গত ৩ অগাস্ট ওই জঙ্গি ও তার সহযোগী বিএসএফ জওয়ানদের খুন করে অস্ত্র নিয়ে পালিয়েছিল। আজ আত্মসমর্পণের পর বিএসএফ ওই এনএলএফটি বৈরিকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ এনএলএফটি-র বিশ্বমোহন গোষ্ঠীর তিন সক্রিয় সদস্য এবং মণিপুরের কেওয়াইকেএল জঙ্গি সংগঠনের এক সদস্য উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরে অবস্থিত বিএসএফ সেক্টর হেড কোয়ার্টারে আত্মসমর্পণ করেছে। ওই আধিকারিকের কথায় এনএলএফটি জঙ্গি সুকুচন্দ্র দেববর্মা, দেবামোহন ত্রিপুরা ও পাঁখিচান এবং মণিপুরের কেওয়াইকেএল জঙ্গি সংগঠনের সদস্য বিদ্যানন্দ আজ আত্মসমর্পণ করেছে।

তিনি আরও জানান, আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, সুকুচন্দ্র দেববর্মা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে সংগঠন বিস্তারে ও জনকল্যাণে কার্যকর্তাদের 'ট্রিপল এস' মন্ত্র আবারও মনে করালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। সকলেই হয়তো নিজেদের মধ্যেই সীমিত রয়েছেন। তাই, সংগঠন বিস্তারে এবং জনকল্যাণে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের "ট্রিপল এস" মন্ত্র ভুলে গেছেন কার্যকর্তাগণ। ফলে বিজেপির প্রদেশ সভাপতিকে প্রত্যেক কার্যকর্তার নিয়মিত পাঠ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। সাথে "ট্রিপল এস" মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে জনকল্যাণে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সাফ কথা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সকলের ত্রাতা হয়ে আসবেন না। প্রত্যেক কার্যকর্তাকে জনগণের সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। আজ বুধবার আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে পুরনিগমের নবনির্বাচিত সদস্য-সদস্যাদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে এভাবেই প্রত্যেক কার্যকর্তাকে সতর্ক করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, আগরতলা পুরনিগম এলাকার সার্বিক বিকাশে বর্তমান সরকার যথেষ্ট আন্তরিক। ত্রিপুরায় পুর ও নগর এলাকায় অত্যাধুনিক পরিষেবা প্রদানেও আন্তরিক সরকার। তাই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, আগরতলা পুরনিগমের নবনির্বাচিত সদস্যদের নিষ্ঠাপূর্বক দায়িত্ব সম্পাদন নাগরিক পরিষেবা সুনিশ্চিতিকরণে অগ্রণী ভূমিকা নেবে।

মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, আগরতলা পুরনিগমের নবনির্বাচিত সদস্য ও সদস্যাগণ নিগম এলাকায় অত্যাধুনিক পরিষেবা প্রদানে ও স্মার্টসিটি রূপে আগরতলাকে সাজিয়ে তোলার পথে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। তাঁর মতে, সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচির সঠিক বাস্তবায়নে উদ্ভাসিত হবে পুরনিগম এলাকা। মুখ্যমন্ত্রী নিগম এলাকার মানুষের সমস্যার প্রতি যথার্থ সম্মান জানিয়ে সে সব সমাধানে আন্তরিকতার সাথে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

তাঁর সাফ কথা, সমস্ত সংকীর্ণতার উর্ধে ওঠে সমাজের সকলস্তরের নাগরিকদের কল্যাণেও কাজ করতে হবে। জনগণের দ্বারা ন্যস্ত দায়িত্বের প্রতি যথার্থ সম্মাননা স্বরূপ উন্নত নাগরিক পরিষেবা সুনিশ্চিতকরণে আগরতলা পুরনিগম অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, আশা প্রকাশ করে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। সাথে প্রথম দু-বছর বিশেষ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গুরুত্ব সহকারে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, মানুষ চাইছেন প্রত্যেক জনপ্রতিনিধি তাঁদের পাশে থাকুন। তাঁর মতে, যিনি সকলের পাশে দাঁড়ান নেতা তিনিই হন। এই বার্তা দিয়ে তিনি সংগঠনের হাল-হকিকত বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি প্রশ্ন করেন, "ট্রিপল এস" সম্পর্কে নিশ্চই সকলের মনে রয়েছে। কিন্তু তিনি অবাক হয়েছেন, হল-এ উপস্থিত একজন কার্যকর্তাও মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি। তিনি পুনরায় "ট্রিপল এস"-এর বিস্তারিত তুলে ধরেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সংবাদ, স্বভাব এবং স্বদাচার, এই তিন মন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত হতে হবে। সাথে তিনি জুড়ে দেন, "ট্রিপল এস" মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে এখন থেকে কাজ করতে হবে। তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, নিয়ত, নীতি এবং নিয়ম, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৬৪ ▫ ৯ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ▫২২ অগ্রহায়ণ ▫বৃহস্পতিবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সংযুক্ত মোর্চার প্রাসঙ্গিকতা

নির্বাচন এলেই উঁকি ঝুঁকি দেয় সংযুক্ত মোর্চা। নির্বাচন-পর্ব সাঙ্গ হলে সব কিছু যেন তলাইয়া যায়। একরাশ হতাশা দেখা দেয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে। লক্ষনীয় বিষয় হইল নির্বাচন শেষ মানেই সংযুক্ত মোর্চা শেষ।" অর্থাৎ ভোট শেষ। জোট শেষ। সীতারাম ইয়েচুরির এই ছোট্ট ঘোষণা অনেক কৌতুহলের জন্ম দিয়াছে। ব্রিগেডের ময়দানে বাম, কংগ্রেস ও আইএসএফ নেতাদের হাত ধরাধরির ছবি বার্তা দিয়াছিল কেন্দ্রে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়াই ঘোষিত হইয়াছিল "সংযুক্ত মোর্চা। কে কাহার সঙ্গে ঘর করিবে, আর কে কাহার সঙ্গে হনিমুনে যাইবে, সেটা যেমন ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয় তেমনই কোন রাজনৈতিক দল কাহার হাত ধরিবে তাহা-ও দলগুলির নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু যেহেতু প্রতিটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নির্ভর করে জন-অনুমোদনের উপর এবং দলগুলিও তাহা আশা করে, তাই কোনও দলের সিদ্ধান্ত জনমানসে কতটা প্রতিক্রিয়া তৈরি করিতেছে, তাহা বিচার্য। বিশেষ করিয়া দলগুলির পলিটিক্যাল অডিটে তাহা গুরুত্ব পায়।

পশ্চিমবঙ্গে অবিশ্বাস্যকে সত্যি করিয়া বিধানসভা ভোটে হাত মিলাইয়াছিল বাম ও কংগ্রেস। কয়েকটি আসনে সমঝোতা না হইলেও অধিকাংশ আসনেই হাতে হাত মিলাইয়াছিল দুইপক্ষই। আর সেই জোটকে ঘিরিয়া রীতিমতো আলোড়ন তৈরি হইয়াছিল রাজনৈতিক মহলে। কলকাতার একটি নির্বাচনী জনসভায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একই মালায় গলা ঢোকাইয়াছিলেন। দুই দলের সমবেত কর্মী-সমর্থকদের মুহুর্মুহু করতালিতে বাঁধা রইল সেই বন্ধন। খানিকটা "ধরি মাছ না ছুঁই পানি"র মতো ২০১৬ সালে বাম-কংগ্রেস সমঝোতায় হাবভাব ছিল সিপিএমের। জোট বলিতে নারাজ ছিলেন সিপিআইএম নেতারা। এমনকী, সিঙ্গুরের জনসভায় অধীর চৌধুরী বক্তৃতা করিয়া নামিয়া যাওয়ার পরে মঞ্চে উঠিয়াছিলেন সিপিআইএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। অথচ তিনি আসিয়াছিলেন অধীর চৌধুরী বক্তৃতা করিবার আগেই। এই বসন রাঙানো কমরেডদের নিয়া ঘাটিয়া যাওয়ার জায়গা অনেক। যাই হোক সেই ২০১৬ সালে নির্বাচনে অবশ্য সাফল্যের মুখ দেখেনি জোট। তবে সিপিআইএম ও কংগ্রেস দুই তরফেরই প্রতিশ্রুতি ছিল, ভবিষ্যতে জোট আরও শক্তিশালী হইবে। কিন্তু আমরা দেখিলাম চার মাস কাটিতে না কাটিতেই সবটাই ভাঙিয়া চৌচির। কোনও আলোচনা না করিয়াই তিনটি আসনের উপনির্বাচনে বামেরা তাঁহাদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করিয়া দিয়াছিল। অনিবার্য ভাবেই জোটের বা সমঝোতার আর সুযোগ রইল না। তবে তাহারপর থেকে পরিষদীয় রাজনীতিতে কাছাকাছি থাকিলেও রাস্তাঘাটের কর্মসূচিতে আর দেখা যায়নি দুই শিবিরের নেতাদের।

সংযুক্ত মোর্চার প্রাসঙ্গিকতা আর নাই, এটা ডিজলভ করিয়া দেওয়া হইল। তাহা হইলে মানুষের কাছে এটা ক্লিয়ার হইয়া যাইবে।" রাজনীতিতে নবীন নাওশাদের কথার মধ্যে দুটি জিনিস বাহির হইয়া আসিতেছে। এক, তাঁহারা ওই সব পলিটব্যুরো দেখিয়া মোর্চায় আসেননি। দুই, জোট রাজনীতি ছেলের হাতের মোয়া নয়, তাহার কিছু নৈতিক দিকও রহিয়াছে।

সিডিএস বিপিন রাওয়াতের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় চিফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) জেনারেল বিপিন রাওয়াতের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তাঁর অফিশিয়াল ট্যুইটার হ্যান্ডলে বিপিন রাওয়াতের সেনা পোশাকে দুটি ছবি পোস্ট করে তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা লিখেছেন, জেনারেল বিপিন রাওয়াত ছিলেন ভারতের অন্যতম সেরা সেনা অফিসার। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাবান ব্যক্তি। তাঁর মৃত্যুতে আমরা একজন কিংবদন্তীকে হারালাম। আমি জেনারেল রাওয়াতের পরিবার এবং তাঁর স্ত্রী মধুলিকা রাওয়াতের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি। উল্লেখ্য, ভারতীয় বায়ুসেনার এমআই হেলিকপ্টারে করে চিফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত ও পত্নী মধুলিকা রাওয়াত সহ ১৪ জন আধিকারিক তামিলনাড়ুর সুলুর আইএএফ ঘাঁটি থেকে ওয়েলিংটন (নীলগিরি হিলস)-এ অবস্থিত ডিফেন্স সার্ভিসেস কলেজে (ডিএসসি) যাওয়ার পথে বুধবার বেলা ১২.২০ মিনিটে দুর্ঘটনায় বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। এতে জেনারেল বিপিন রাওয়াত, তাঁর পত্নী মধুলিকা রাওয়াত সহ ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ভারতে ১২৯.৫৪-কোটি টিকাকরণ সম্পূর্ণ, নতুন মাইলফলকে পৌঁছল নমুনা পরীক্ষাও

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে ৬৫.০৫-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৭ ডিসেম্বর সারা দিনে ভারতে ১২,১৩,১৩০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬৫,০৫,৫১,৫৮১-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১২,১৩,১৩০ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮ হাজার ৪৩৯ জন।

রেপো রেট ফের অপরিবর্তিত, ৩.৩৫ শতাংশেই থাকল রিভার্স রেপো রেট

মুম্বই, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): রেপো রেট (যে সুদের হারে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ দেয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া) পুনরায় অপরিবর্তিত রাখল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই), অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে রিভার্স রেপো রেটও। অপরিবর্তিত থাকার পর বর্তমানে রেপো রেট ৪ শতাংশ এবং রিভার্স রেপো রেট ৩.৩৫ শতাংশ। বুধবার আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জানিয়েছেন, মুদ্রানীতি কমিটি সর্বসম্মতভাবে রেপো রেট ৪ শতাংশ রাখার পক্ষেই মতামত দিয়েছে। মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফেসিলিটি (এমএসএফ) হার এবং ব্যাঙ্ক রেট ৪.২৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে এবং রিভার্স রেপো রেট ৩.৩৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। একইসঙ্গে আরবিআই গভর্নর জানিয়েছেন, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে জিডিপি বৃদ্ধি ৯.৫ শতাংশ অনুমান করা হয়েছে। সিপিআই মুদ্রাস্ফীতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য ৫.৩ শতাংশ অনুমান করা হয়েছে। এদিন মুদ্রানীতি কমিটির বৈঠকের পর শক্তিকান্ত দাস জানিয়েছেন, 'পেট্রোল ও ডিজেলের ওপর থেকে আবগারি শুল্ক এবং ভ্যাটের সাম্প্রতিক হ্রাস ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যবহারের চাহিদাকে বাড়াবে।'

বীরপাড়ায় শহর এলাকায় ফের ঢুকে পড়ল দাঁতাল, আতঙ্কে স্থানীয়রা

বীরপাড়া, ৮ নভেম্বর (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়া সংলগ্ন বড় হাওদা সহ শহর এলাকায় ফের ঢুকে পড়ল দাঁতাল। বুধবার সকালে হাতিটিকে দেখে হইচই শুরু হয় এলাকায়। হাতি তাড়াতে নেমে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারাই।

জানা গেছে, বুধবার সকাল ৬টা থেকে প্রায় ১৫ মিনিট ধরে বড় হাওদায় ঘুরে বেড়ায় হাতিটি। বীরপাড়ার শহরের সুভাষপল্লির উত্তরাংশেও ঢুকে পড়ে দাঁতালটি। পরে সেটি দলমোর বনাঞ্চলের দিকে চলে যায়। বড় হাওদার বাসিন্দারা জানান, এলাকায় হাতির হানা নতুন কিছু নয়। প্রায়ই হানা দেয় হাতি। তবে সাধারণত রাতে হানা দেয় হাতি। এদিন সকালে ফের হাতি ঢুকে পড়ায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। হিন্দুস্থান সমাচার

'নিট' পরীক্ষার বাছাই, দারিদ্র্য ও মাতৃভাষা

সূর্যাংশু ভট্টাচার্য

'নিট পরীক্ষার মাধ্যমে, প্রতি বছর মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা ভর্তি হতে চায়, তাদের বাছাই হয়। এই বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্যে বহু কোটিং শিক্ষা কেন্দ্রে বাছাই প্রার্থীরা ভর্তি হন। ইংরেজি মাধ্যম এই বাছাই পরীক্ষায় তাই ভাল করতে পারবে তারাই যারা ইংরেজি ভাষায় পারঙ্গম। এই বাচাই পরীক্ষা সর্বভারতীয়।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, যারা ভভিষ্যতে ডাক্তার হতে চায় তাদের কেবল শিক্ষাগত যোগ্যতা নয়, তাদের ইংরেজি ভাষায় পারঙ্গমতার উপর এত জোর দেওয়ার কারণ কি? সেই কারণ খোঁজার আগেই অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের ডাক্তার হবার লক্ষ্যপূরণে, প্রথম থেকেই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করে দেন। অভিভাবকরা জানেন যে যারা ইংরেজি ভাষা ভালো জানবে তারাই যে কোন বাছাই পরীক্ষার দৌড়ে এগিয়ে থাকবে।

অন্যদিকে বাচাইওয়ালারা ভেবে নিয়েছেন যে ইংরেজি যেহেতু ভুবনায়ণের ভাষা--- যাকে বলা হয় আন্তর্জাতিক ভাষা---সেই ভাষায় দক্ষতাই হচ্ছে প্রধান শর্ত, বিষয়ের উপর দক্ষতা প্রদর্শনের পর্বেই। এখন প্রশ্ন জাগে প্রকৃতপক্ষে সত্যিই কি ইংরেজি ভাষার উপর এত বেশি জোর দেওয়ার কোন প্রয়োজন আছে ডাক্তারী পড়া কী কেবলই ইংরেজি সর্বস্ব?

একটু অতীতের দিকে ফিরে তাকাই। ডাক্তারী হতে গেলে অথবা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে গেলে অতীতে কি ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের উপর এখনকার মতো, এত জোর দেওয়া হতো? স্বাধীনতার পূর্ব বা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজি ভাষায় পরীক্ষার্থী কতটা চোস্ত তা কি যাচাই করে দেখা হতো? অবশ্যই তা হতো না। তখন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের এত ছড়াছড়ি ছিল না। তখন স্কুলগুলোতে মাতৃভাষার মাধমে শিক্ষা দেওয়া হলেও ইংরেজি ভাষা ভালো করেই শেখানো হতো। বিখ্যাত ইংরেজি ভাষায় লেখক, ইংরেজি ভাষায় প্রাবন্ধিক এবং ইংরেজি ভাষায় পুস্তক প্রণেতা নীরোদ সি, চৌধুরী বলেছিলেন আমি যদি বাংলা মধ্যম তীর্থপতি ইনস্টিটউশন থেকে পাশ করে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনা করে খ্যাতিমান হতে পারি, তবে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ছেলেমেয়েদের পড়ানোর জন্য দৌড়াদৌড়ি অর্থহীন। নারোদ সি চৌধারীর কথায় যে যুক্তি আছে তা বর্তমান প্রবন্ধের লেখক তার স্কুল শিক্ষার সুবাদে অকপেটে স্বীকার করেছেন। যারা সর্বভারতীয় পর্যায়ে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে পরবর্তীকালে ডাক্তার হতে যায়, তাদের যাচাই করতে গিয়ে দেখা দরকার তাদের ডাক্তারী পড়ার ভিত্তিগত জ্ঞান আছে কিনা, ডাক্তারী পড়ার দিকে যথেষ্ট ঝোঁক আছে কিনা। আর অন্য কিছু খুব প্রাসঙ্গিক নয়। একথা সত্যি যে ডাক্তারী পড়তে গেলে যে বইগুলো পড়তে হবে, সে বইগুলো সবই ইংরেজিতে রচিত। ছাত্ররা স্কুল পেরিয়ে এসেছে তারা অতীতেও সেই ইংরেজিতে লেখা বইগুলো পড়েই ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করছে আর এখনো ছাত্ররা অবশ্যই ইংরেজি ভাষায় লেখা বইগুলো পড়তে পারবে। এই জন্য ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ার কোন প্রয়োজন আছে বেল মনে করি না। বাংলা মিডিয়াম স্কুলে যথেষ্টই ইংরেজি ভাষা পড়ানো হয়।

ভারত স্বাধীন হবার পরে মাতৃভাষা মাধ্যমে শিক্ষাদানের উপরে জোর দেওয়ার কথা। কিন্তু জোর দেওয়া ব্যাপারটার দেখা যাচ্ছে উল্টো সুর। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় শিক্ষার হালের কথাই যদি ভাবি, তাহলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। চারিদিকে ইংরেজি মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সংখ্যা, দিনকে দিন বাড়ছে। রাজ্য সরকারের যারাই যাচ্ছেন সিবিএসবি, আইসিএসসি প্রভৃতি সর্বভারতীয় বোর্ডের অনুমোদনের শর্ত হিসেবে রাজ্য সরকারের এনওসি পেতে তারা কেউই বিমুখ হচ্ছেন না। রাজ্যের মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদিত। সর্বভারতীয় বোর্ড সবই ইংলিশ মিডিয়াম। রাজ্য সরকার দরজা হাতে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল চালু করার নো অবজেকশন সার্টিফিকেট দিচ্ছেন। এখন তো শুনছি পশ্চিমবঙ্গের প্রতি ব্লকে ইংলিশ মিডয়াম স্কুল করবে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকার যদি এই

> এখন যেভাবে সর্বভারতীয় 'নিট' পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে তাতে বেশি সুবিধা পাচ্ছে বিত্তবান পরিবারের ছেলেমেয়েরা। কারণ তারা ইংরেজি মাধ্যমে পড়েছে বা ইংরেজি মাধ্যমে কোচিং নিয়েছে। যা করা গরিব বা নিম্নবিত্ত মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ গরিব ও নিম্নবিত্ত পরিবারের অনেক ছেলেময়েরই অনেক বেশি মেধা আছে। মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়া এই বিরাট সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিচারে নয়, ইংরেজির বিচারে, ডাক্তারী পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

কাজ করে উঠতে পারে, তবে রাজ্যে শিক্ষার কোন উন্নতি হবে না। উন্নতি হবে অবাঙালিদের। পশ্চিমবঙ্গে গ্রামেগঞ্জের সর্বভারতীয় হিন্দি দিবস উদযাপিক হবে প্রতি বছর। বাঙালিরাও অ-বাংলায় কথা বলবে। গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে যাবে ড্যাডি-ম্যামি'তে। হওয়ার কথা ছিল 'বাংলা দিবস', হবে হিন্দি দিবস।

হিন্দি হবে রাজভাষা। বাংলা থাকবে প্রজার ভাষা। ভাষাা নিয়ে এইভাবেই আমরা এগুচ্ছি। ইংলিশ মিডিয়ামের দৌলতে এবং সেইসঙ্গে 'হিন্দি দিবসের দৌলতে পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষার মর্যাদা কমবে, কমবে বাংলাভাষার ব্যবহারও। অথচ তেমনতো কথা ছিল না। 'মোদর রব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা'। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও একুশের দিনটি কার্জন পার্কে ও দেশপ্রিয় পার্কে জমায়েত করে পালন করে। আবার এই রাজ্য সরকারই ঢালাও ভাবে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর মাজা ভেঙে-ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অবিশ্বাস্যভাবে কমিয়ে। সরকারের নীরব সমর্থনে আজ পরিশ্চমবঙ্গে ইংলিশ মিডিয়াম বিদ্যালয়ের বাড়বাড়ন্ত। আর বাংলা মিডিয়াম বিদ্যালয়ের দৈন্যদশা। এই অবস্থা চলতে থাকলে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের উন্নতি সুদূর পরাহত।

বর্তমান পরিস্থিতিতে 'নিট পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রসঙ্গে উপরোক্ত সব আলোচনাই খুবই প্রাসঙ্গিক এবং সময়োপযোগী। এই প্রসঙ্গেই কুচবিহার জেলার দিনহাটা স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র বিজ্ঞানী কনক সাহার দৃষ্টান্তটি সকলের সামনে তুলে ধরতে চাই। কনক সাহা এই বছরে ফিজিক্যাল সায়েন্স বিভাগে ভারতের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর পুরস্কার শান্তিস্বরূপ ভটিনগর পুরস্কার পেয়েছেন। দিনহাটা হাইস্কুল একটি বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়। বাংলা ভাষায় রচিত বইগুলো পড়ে উচ্চ মেধার স্বাক্ষর রেখে থাকতে পারেন তবে ধরে নিতে হবে যে ইংরেজি মিডিয়ামে শিক্ষার উপর জোর দেওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নেই। না শিক্ষার ক্ষতি, না পেশার ক্ষতি, না দেশের ক্ষতি জড়িয়ে আছে মাতৃভাষা মাধ্যম শিক্ষা ব্যবস্থায়। ইংরেজি বাষা শিক্ষায় জোর দিতে হবে, তবে তার অর্থ এই নয় যে মাতৃভাষা শিক্ষাকে কোণঠাসা করতে হবে। আমরা কিন্তু স্বজ্ঞানে তাই করছি---তাই করতে যাচ্ছি। আমাদের চিন্তাধারার যখন এই দৃশা তখন তামিল ভাষীরা প্রো-লিউপল কিছু প্রশ্ন তুলেছে। প্রশ্নগুলো ভেবে দেখার মতো। কেননা আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নীচের তলার পঞ্চাশ শতাংশ মানুষের কথা না ভাবলেই নয়। তামিলনাড়ু বিধানসভা একটি বিল পাশ করে বলছে যে সর্বভারতীয় 'নিট' পরীক্ষাকে বাদ দিয়ে রাজ্য ভিত্তিক অর্থাৎ মাতৃভাষার মাধ্যমেই 'নিট' পরীক্ষা নিয়ে মেডিক্যাল কলেজ ভর্তির জন্য ছাত্রছাত্রী বাছাই করতে হবে। এখন যেভাবে সর্বভারতীয় 'নিট' পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে তাতে বেশি সুবিধা পাচ্ছে বিত্তবান পরিবারের ছেলেমেয়েরা। কারণ তারা ইংরেজি মাধ্যমে পড়েছে বা ইংরেজি মাধ্যমে কোচিং নিয়েছে। যা করা গরিব বা নিগ্নবিত্ত মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ গরিব ও নিম্নবিত্ত পবিবাবেব অনেক ছেলেমেয়েরাই অনেক বেশি মেধা আছে মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়া এই বিরাট সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিচারে নয়, ইংরেজির বিচারে, ডাক্তারী পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এতে করে শেষতক্ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশই খরচ সাপেক্ষ ইংরেজি মাধ্যমে পড়া বা খরচ 'কোচিং' নেওয়া দেশের পঞ্চাশ শতাংশ পরিবারের পক্ষে অসম্ভব। দারিদ্যের জন্য তাদের মেধার বিকাশ হয় না, তামিলনাড়ুর সরকারের অভিমত, বছরের পর বছর ধরে চলে আসা এই সর্বভারতীয় 'নিট' পরীক্ষার বঞ্চনা আর চলতে দেওয়া যায় না। বঞ্চিত হচ্ছে তপসিলি জাতিও উপজাতি, বঞ্চিত হচ্ছে দলিত-আদিবাসী ছাত্রছাত্রীরা। পশ্চিমবঙ্গেও চলছে একই ধরনের বঞ্চনা। পার্থক্য হচ্ছে তামিলনাড়ু যখন সক্রিয়ভাবে সর্বহারাদের পাশে দাঁড়ায়, পশ্চিমবঙ্গ তখনও ইংরেজি মাধ্যম আর 'কোচিং'এর পক্ষে। চিন্তাশীলরা ভাবুন। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সমাজ ও সাংখ্য যুগ

তিলোত্তমা মজুমদার

সংবাদ, তথ্য, বিজ্ঞাপন এবং বিনোদনের ক্ষেত্রে বিপ্লব এসেছিল বেতার মাধ্যমে। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে, জার্মান পদার্থবিদ হেনরিখ রুডলফ হার্জ আবিষ্কার করলেন বেতার তরঙ্গ। বে-তার, অর্থাৎ, কোনও তার মাধ্যমে ছাড়াই যা প্রবাহিত হতে পারে। সেই হাজীয় গবেষণা থেকে তারবাহিত টেলিগ্রাফিক শব্দপ্রেরণ পদ্ধতি হয়ে গেল 'বেতার শব্দপ্রেরণ'। রেডিও এল বিশ্বে। 'রেডিয়াস' ল্যাটিন শব্দ, যার অর্থ আলোকবিচ্ছুরণ তার থেকে 'রেডিও'। শব্দের অর্থ ব্যাপ্তি পেল। এরপর কয়েক দশকের মধ্যে রেডিওর স্থান সংকোচ করে এসে গেল 'টেলিভিশন'---টিভি। ভারতে তাকে 'দূরদর্শন' নামে ডাকা হল ঠিকই, তবে বাকি বিশ্বের মতো এদেশেও 'টিভি' সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে গেল। শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উত্তরণ নয়, টিভি যুগন্ধর। বৈপ্লবিক। বেতার যুগের পর টিভির মধ্যে দিয়ে এল শ্রবণদর্শনযোগ্য মাধ্যম। 'মিডিয়া' শব্দটির বাড়বাড়ন্ত টিভির সমকালিক।

টিভি যুগ অদ্যাবধি বর্তমান। এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সূত্রপাত টেলিভিশনের সময় থেকেই। এই প্রযুক্তি ক্রমান্বয়ে টেলিভিশনের সম্প্রচার গদ্ধতিতেও ব্যাপক পরিবর্তনও গতি এনেছে। তবে প্রযুক্তি বর্তমান সময়কে দিয়েছে এক নব্য বৈদ্যুতিন পরিচয়, ডিজিটাল এজ। যাকে বাংলায় 'সাংখ্য যুগ বললে সবটা ব্যাখ্যাত হয় না। এমনকী, বাংলা নামের খুব চাহিদাও নেই। বেতারের কালে দেশীয় নাম প্রয়োগের যে আগ্রহ ছিল, মাতৃভাষার প্রতি যে দরদ ও সম্মানবোধ ছিল, এখন তার ছিটেফোঁটা পড়ে আছে। অতএব, বৈদ্যুতিন মাধ্যম ও ডিজিটাল মিডিয়ার পার্থক্য প্রযুক্তিগত দিক থেকে কেউ বুঝুক বা না বুঝুক, বিষয়টি প্রায়োগিক দিক থেকে এমন সার্বিকতা লাভ করছে যে আলাদা করে দেশি শব্দে তাকে নির্দেশ করার দরকার হচ্ছে না। বরং ডিজিটাল মিডিয়াকে 'সাংখ্য মাধ্যম' বললে লেখকের মাথার গোলমাল আছে সন্দেহ হতে পারে। কিংবা সোশ্যাল মিডিয়া পণ্ডিতরা এই মর্মে গালমন্দ করতে পারেন, ডিজিটাল মিডিয়া তার মধ্যে একটা। সে এখন জগতের নয়নমণি। সর্বসাধামের হস্তামলক। ইন্টারনেটের বিস্তার ও স্মার্টফোনের অপরিহার্যতা সময়ের দাবিতে এখন সর্বত্রগামী। এর দৌলতে মুঠোর মধ্যে ঢুকে পড়ছে বিশ্ব। শুধু যে দ্রুততম পদ্ধতিতে সংযোগ, সংবাদ পরিবেশন ও তথ্য বিস্তার করা যায়—তা-ই নয়, ডিজিটাল মিডিয়া কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মুহূর্তে বিশ্বব্যাপী অগণিত জনসাধারণের কাছে পৌঁছনোর এক অনন্ত সম্ভাবনা, যা প্রভৃতি শক্তিমান। বিশ্বগ্রাম সৃজনে টিভির ভূমিকা প্রধান। একজন বিশ্বনাগরিকের যা কিছু ব্যক্তিগত চাহিদা, তা হতে পারে শিক্ষা, তথ্য, বহির্বিশ্ব দর্শনের অভিজ্ঞতা, রাজনীতি বা সাংস্কৃতিক আদানপ্রধান ইত্যাদি সমস্তই সম্ভব করে দিতে পারে ডিজিটাল মিডিয়া সংবাদ ও তথ্য পরিবেশন অনেক বেশি সত্যনিষ্ঠা, সস্তা ও সহজলভ্য করেছে।

অস্বীকার করার কোনও কারণ নেই যে, এই ধারণা 'অমূলক' নয়। গুরুত্বপূর্ণ খবর ছড়িয়ে দেওয়া, বিভিন্ন চ্যানেলে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সম্প্রচার করা যে কোনও তথ্যকে সত্যের কাছাকাছি আনতে সহায়তা দেয়, জ্ঞানার্জন ও তথ্য সংগ্রাহের স্বাধীনতা বিস্তার করে, বাকস্বাধীনতা বা মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রটিও এগুলির দ্বারা উদারও উন্মুক্ত হয়। আবার অন্য দিক থেকে ভাবলে, ডিজিটাল যুগের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী উপনিবেশ যে সোশ্যাল মিডিয়া, যেগুলি একেকটি বহুদেশি ধনাঢ্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের তৈরি চণ্ডীমণ্ডপ, সেইগুলি সুপারিকল্পিতভাবে ব্যবহার করতে পারে কোনও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, অরাজনৈতিক বা ব্যবসায়িক প্রকিষ্ঠান, ধর্মীয় বা সামাজিতক সংগঠন। অর্থাৎ, সুবিধাজনক দিকের অন্ত নেই। ডিজিটাল মিডিয়ার পক্ষে গণতান্ত্রিক নীতির যুক্তিই হল, এর মাধ্যমে পাওয়া যায় উন্নত প্রযুক্তিগত সুবিধা যা স্বল্পমূল্যের এবং সর্বজনীন, যা অনেক বেশি সাম্য এনে দেয়। এর প্রতি অক্ষয় মান্য, কিন্তু প্রশ্নাতীত নয়। সহজলভ্য ডিজিটাল মিডিয়া অগুনতি সংবাদ গুয়ার খুলে দিয়েছে। যাকে বলে 'নিউজ পোর্টাল'। মুদ্রিত সংবাদপত্র এখন ক্ষীণজীবী, এমনকী, টিভি নিউজ এই পোর্টাল -রোজের কাছে হেরে যেতে পারে। কেউ বলতেই পারেন, যত বেশি সংবাদ প্রবাহ, তত বেশি টিকে থাকার লড়াই, তত সত্য ও ব্যাপক পরিবেশন বস্তুত বিষয়টি তেমন সরল থাকছে না। যেহেতু বাকস্বাধীনতার মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ চলে না, সেহেতু 'খবর' বা 'তথ্য' বলে যা পরিবেশিত হয় তার কোনও নিয়ন্ত্রণ প্রায় নেই। স্মার্টফোন, ট্যাব বা কম্পিউটার খোলামাত্র অসংখ্য খরব ও ছবি।

যেমন একটি খবেবর কথা বলি, অভিজাত সম্পত্তিতে আর মন নেই হরভজনের। চমৎকার চিত্তাকর্ষক । কেন মন নেই? হরভজন কি আভিজাত্যে ক্লান্ত। বাড়ি বিক্রি করবেন, কেন, সেখানে কি বাস্তুদোষ? হরভজনের হালহকিকত খুঁজতে গিয়ে খবর একবার পড়া হল, দু'বার পড়া হল, কিন্তু শিরোনামের পক্ষে এতটুকু তথ্য জানা গেল না। পাঠক মূল্যবান সময় ও সস্তার নেট খরচ করে যা পেলেন, তা বিরক্তি। এর মধ্যে হয়তো ভুল করে রংটির বেলনচাকি বিজ্ঞাপনে হাতে লেগে গিয়েছে, পাঠক দেখছেন রাশি রাশি বেলনচ্যাকি, খবর পড়তে গেলেই চোখে সরযেপুল দেখার মতো বেলানচ্যাকি। অথবা, 'অমৃত সিরিয়ালের তমুক অভিনেত্রীর রয়েফ্রেন্ড কি গে? অভিনেত্রী চেনা হোক বা না হোক, খবর থেকে চোখ সরবে না, কারণ ততক্ষণে তাঁর স্বপ্নবয়স উন্নত বক্ষের ছবি সম্মোহিত করেছে, তার বয়ফ্রেন্ডে কি গে কি না না জানা অবধি স্বস্তি নেই, অথচ খবরের কোনও সার নেই, কিছুই বোঝা হল না, কিছুক্ষণ ওই খবরে বন্দি থাকা ছাড়া। অর্থাৎ অজ্ঞাতেই একদল স্বার্থান্বেষী কুচক্রীর পাতা ফাঁদ সময়গহ্বরে ডুবে আমরা তাঁদের তথাকথিত সংবাদের কালমান বাড়িয়ে তুলছি। যেভাবেই হোক, পাঠককে আটক রাখতে হবে। ভুয়া খবর, আসর অর্থহীন খবর, অকারণ যৌনতার ব্যবস্থার-যাই হোক না কেন, সমসযাপন পরিসদ বাড়াতেই হবে, তা দেখিয়ে তাঁরা পাবেন বিজ্ঞাপন। সোশ্যাল মিডিয়ায় যেমন ভিউয়ার কেনা যায, অশ্রাব্য কণ্ঠশিল্পীর কোটি লাইক জোটে, অপাঠ্য গদ্যকারের লক্ষ লক্ষ পাঠক, তেমনই এই দায়হীন সংবাদ মাধ্যমগুলি।

> 'অমুক সিরিয়ালের তমুক অভিনেত্রীর বয়ফ্রেন্ড কি গে?' অভিনেত্রী চেনা হোক বা না হোক, খবর থেকে চোখ সরবে না, কারণ ততক্ষণে তাঁর স্বল্পবাস উন্নত বক্ষের ছবি সম্মোহিত করেছে, তাঁর বয়ফ্রেন্ড গে কি না না জানা অবধি স্বস্তি নেই ,অথচ খবরে কোনও সার নেই, কিছুই বোঝা হল না, কিছুক্ষণ ওই খবরে বন্দি থাকা ছাড়া। অর্থাৎ, অজ্ঞাতেই একদল স্বার্থন্বেষী কুচক্রীর পাতা ফাঁদ সময়গহ্বরে ডুবে আমরা তাঁদরে তথাকথিত সংবাদের কালমান বাড়িয়ে তুলেছি।

শুধু ব্যাঙ্কের ছাতা নিউজ পোর্টাল কেন, দায়হীন, অর্থহীন তথ্য ও সংবাদ প্রকাশনা তালিকায় দিব্যি পাওয়া যায় বিখ্যাত, প্রথম সারির প্রতিষ্ঠিত সংবাদ মাধ্যমগুলিকেও। মুদ্রিত বা টিভি মাধ্যমে তাদের খ্যাতি, প্রতিপত্তি, বিজ্ঞাপনের ঘটা, কিন্তু ডিজিটাল সংস্কারণে তাদেরও নামতে হচ্ছে চোখ আটকানোর মুষিকধাবনে। তাদের ফাঁকিগুলি আবার অন্যতম। যেমন রোজ ভাতের পাতে লেবু খাচ্ছেন? জানেন এতে তী হয়? 'অথবা, 'রোজ সকালে খালি পেটে জল খান? নিজের ক্ষতি করছেনা তো? কতজনের ক্ষমতা আছে, কৌতুহলী না হওয়ার ? হুমড়ি খেয়ে তড়িঘড়ি যা পড়া গেল তাতে একটিও 'নতুন' তথ্য নেই। শুধু তা-ই নয়, তথ্যগুলি কীসের ভিত্তিতে পরিবেশিত? আপনার খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে যিনি পরামর্শ দিচ্ছেন, কে তিনি। কোনও ডায়েটিশিয়ান? কোনও চিকিৎসক? কোনও গ্রন্থ ? না পরামর্শদাতা নাম অবধি নেই, শুধু আছে সেইসব সবজান্তা প্রতিষ্ঠানের নাম, যারা আমার আপনার অস্ত্র ও পাকস্থালীর খবরও রাখেন বলে বিভ্রম হয়। ডিজিটাল মিডিয়া সম্পর্কে সস্তা তকমাটিও কল্পতৃপ্তি বই কিছু নয়। টিভি হোক বা স্মার্টফোন ইত্যাদি ডিজিটাল যন্ত্রে হোক, গ্রাহককে বেশ কিছু অর্থ বিনিয়োগ করতেই হয়। যন্ত্রটি কেনা, ইন্টারনেট কেনা, কেবল, সেটটপ বক্স বা ওয়াইফাইয়ের রাউটার। এরপর গ্রাহক যখন খবর বা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখেন, তখন চলতে থাকে লাগাতোর বিজ্ঞাপন। বর্তমানের নিময়ানুযায়ী গ্রাহক অধিকাংশ চ্যানেলর জন্য ভাড়া গোনেন। তাহলে বিজ্ঞাপন দেখতে তিনি বাধ্য হবেন কেনৎ টিভি ছাড়া অন্যান্য ডিজিটাল যন্ত্রে বিজ্ঞাপন এড়িয়ে যাওয়ার কিছু উপায় থাকে, কিন্তু বিজ্ঞাপন রক্তবীজের ঝাড়। যত তাড়ানো হয়, তত আসে।

ভুলস, অসম্পূর্ণ, ভুয়া খবর ও তথ্য প্রচারে ডিজিটাল মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়ার তুলনা নেই। ইতিপূর্বেও সংবাদ মাধ্যম অপব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু শুধু শ্রুতিনির্ভরতার চেয়ে দর্শন ও শ্রবণ অনেক বেশি প্রভাবশালী। তাই এই অতি প্রয়োজনীয়, গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য মাধ্যম বিষয়ে সতর্কতা, জরুরি, অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ জরুরি। ডিজিপাব নিউজ ইন্ডিা ফাইন্ডেশন এই লক্ষ্যে কাজ করছে। সুপ্রিম কোর্টে চলছে ইস্যুভিত্তিক পর্যালোচনা, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকেও চিন্তাভাবনা চলেছে, কিন্তু শুধুই প্রতিষ্ঠানিকতা নয়, সচেতন নাগরিক ও নেটনাগরিকের ব্যাপক ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও দায়িত্ববোধ না থাকলে কোনও সামাজিক কার্যক্রম সফল হতে পারে না। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আয়কর বিভাগের উদ্যোগে আগরতলায় বাইসাইকেল র‍্যালীর আয়োজন করা হয়েছে বুধবার। ছবি নিজস্ব।

অসম আন্দোলনের ১২৩ জন শহিদ ও নির্যাতিত পরিবারবর্গকে বিজেপি যুবমোর্চা জানাবে সংবর্ধনা

১০ ডিসেম্বর মরিগাঁওয়ে ভারতীয় জনতা যুবমোর্চার উদ্যোগে শহিদ দিবসের আয়োজন

গুয়াহাটি (অসম), ৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভারতীয় জনতা যুবমোর্চার উদ্যোগে আগামী ১০ ডিসেম্বর মরিগাঁওয়ে অসম আন্দোলনের শহিদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। শহিদ দিবসের ওই অনুষ্ঠানে ১২৩টি শহিদ এবং নির্যাতিত পরিবারবর্গকে সংবর্ধনা জানানো হবে।
ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনের প্রথম শহিদ খর্গেশ্বর তালুকদারের মৃত্যু দিন ১০ ডিসেম্বরকে অসম প্রদেশ ভারতীয় জনতা যুবমোর্চা প্রতি বছর কেন্দ্রীয়ভাবে 'শহিদ দিবস' হিসেবে উদযাপন করে। বিগত বছরগুলির মতো এ বছরও অসম প্রদেশ যুবমোর্চার উদ্যোগে মরিগাঁও স্কুলের খেলার মাঠে আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে অসমে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, ভারতীয় জনতা পার্টির অসম প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতা, ভারতীয় জনতা যুবমোর্চার প্রদেশ সভাপতি সিদ্ধাঙ্কু অঙ্কুর বরুয়া, বিজেপির প্রদেশ সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা, অসমের বেশ কয়েকজ মন্ত্রী ও বিধায়ক উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে মরিগাঁও জেলার অন্তর্গত অসম আন্দোলনের শহিদ পরিবার এবং নির্যাতিত, আমন্ত্রিত মোট ১২৩টি পরিবারবর্গকে সংবর্ধনা জানানো হবে। এ ছাড়া মোট ৮৫৫ জন শহিদেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে ৮৫৫টি প্রদীপ প্রজ্বলন করা হবে। অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গীন সফল করতে ভারতীয় জনতা যুবমোর্চার সভাপতি সিদ্ধাঙ্কু অঙ্কুর বরুয়া স্থানীয় সর্বস্তরের জনতার উপস্থিতি কামনা করেছেন। এক প্রেস বার্তায় এই খবর জানিয়েছেন ভারতীয় জনতা যুবমোর্চার অসম প্রদেশ কমিটির মিডিয়া আহ্বায়ক বিশ্বজিৎ খাউন্দ।

নেপাল-ভুটানের জলবিদ্যুতে উপকৃত হবে ঢাকা-দিল্লি: শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,০৮ ডিসেম্বর।। নেপাল ও ভুটানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে ঢাকা এবং দিল্লি উপকৃত হতে পারে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
বুধবার (০৮ ডিসেম্বর) সকালে গণভবনে সফররত ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এলে এ কথা বলেন তিনি। পরে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন।
হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শুভেচ্ছা বার্তা পৌঁছে দেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ভারতের পররাষ্ট্র সচিবের মাধ্যমে নরেন্দ্র মোদিকে শুভেচ্ছা জানান।

সৌজন্য সাক্ষাতকালে শেখ হাসিনা বলেন, নেপাল ও ভুটানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে উভয় দেশই উপকৃত হতে পারে। কারণ, এটি হবে সবুজ জ্বালানি এবং সস্তাও। সাক্ষাতে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত ইস্যুতে হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা বলেন, বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তের ছোটখাট কিছু বিষয় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজেবি) ও বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) মধ্যে বৈঠকের মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে। আমরা চাই এ সমস্যার সমাধান হোক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও হর্ষ বর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে একমত হয়েছেন বলে জানান প্রেস সচিব।
কোভিড-১৯ মহামারির ধাক্কা সামলে ভারত স্বাভাবিকের দিকে ফিরে আসছে বলে জানান ভারতের পররাষ্ট্র সচিব। করোনার ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে সবাই সতর্ক উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারতে এ পর্যন্ত প্রায় ২১ জনের শরীরে নতুন এ ধরন শনাক্ত হয়েছে। আফ্রিকার দেশগুলো ছাড়াও করোনার এই ধরন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শনাক্ত হয়েছে। শ্রিংলা কোভিড-১৯ মহামারি কালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রশংসা করেন এবং ভারতেও ভালো প্রবৃদ্ধি হয়েছে বলে জানান। তিনি বাংলাদেশের ৫০তম বিজয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে ভারতের রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দকে আমন্ত্রণ জানানোয় ধন্যবাদ জানান এবং একে 'বন্ধুত্বের বিশেষ বন্ধন' হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতে উভয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। পররাষ্ট্র সচিব বলেন, ভারত বিশ্বজুড়ে তার মিশনগুলোতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ৫০তম বার্ষিকী পালন করবে। ওইসব দেশের স্থানীয় জনগণের মধ্যেও বঙ্গবন্ধুকে তুলে ধরবে। শ্রিংলা আশা করেন, কোভিড পরিস্থিতির উন্নতি হলে জাতিসংঘে ভারত ও বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি যৌথ ছবির প্রদর্শনী করবে। তিনি তথ্যপ্রযুক্তি খাতে সহযোগিতার বিষয়েও কথা বলেন এবং এ খাতে নতুন প্রযুক্তি শেয়ার করারও প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। শ্রিংলা বলেন, বাংলাদেশে-ভারত নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ করতে চায়। ভারতের পররাষ্ট্র সচিব শিলিগুড়ি - পার্বতীপুর, ঢাকা-শিলিগুড়ি এবং ঢাকা-জলপাইগুড়ি রেল যোগাযোগ পুনরায় চালু করার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশও কোভিড-১৯ মহামারির ধকল সামলে উঠে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থার দিকে ফিরছে। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের ৯৯ শতাংশ লোক বিদ্যুতের আওতায় রয়েছে। যেখানে গ্রিড লাইন নেই সেখানে সরকার সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন,ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নীতি বিষয়ক উপদেষ্টা অশোক মল্লিক এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব ড় আহমদ কায়কাউস।

ভারতের প্রতিরক্ষা প্রধান জেনারেল বিপিন রাওয়াতের মৃত্যুতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শোক

মনির হোসেন,ঢাকা,০৮ ডিসেম্বর।। ভারতের প্রতিরক্ষা প্রধান জেনারেল বিপিন রাওয়াতের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ. কে. আব্দুল মোমেন।
বুধবার (৮ ডিসেম্বর) ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শংকরের কাছে পাঠানো এক শোকবার্তায় ড় মোমেন হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত জেনারেল বিপিন রাওয়াত, তার স্ত্রী মাধুলিকা রাওয়াত এবং সহযাত্রীদের মৃত্যুতে শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন। একইসঙ্গে তাদের সকলের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

অচলাবস্থা কাটছেই না, ১২ জন সাংসদকে ফের ক্ষমা চাইতে বললেন জোশি

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজ্যসভায় অচলাবস্থা কাটছেই না। ১২ জন সাংসদকে সাসপেনশন ইস্যুতে বুধবারও উত্তাল হল সংসদের উচ্চকক্ষ। বিরোধীদের হইচইয়ের কারণে এদিন দুপুর বারোটা নাগাদ মুলতুবি করে দেওয়া হয় রাজ্যসভার অধিবেশন। বরখাস্ত হওয়া ১২ জন সাংসদকে ফের ক্ষমা চাইতে বললেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশি। এদিন জোশি বলেছেন, 'আমি মঙ্গলবারও বলেছিলাম তাঁরা যদি ক্ষমা চাইতে প্রস্তুত থাকেন, তাহলে আমরা সাসপেনশন (১২ সাংসদ) প্রত্যাহার করতেও প্রস্তুত রয়েছি। আবারও আমি তাঁদের ক্ষমা চাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি, কারণ তাঁরা একটি গুরুতর ভুল করেছেন।'
এদিকে, সাসপেনশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন ১২ জন রাজ্যসভার সাংসদ। বুধবারও তাঁরা সংসদ চত্বরে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে প্রতিবাদ আন্দোলন চালিয়ে যান। মঙ্গলবারের মতো বুধবার তাঁদের প্রতিবাদ আন্দোলনে অংশ নেন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ জয়া বচ্চন, এদিন ১২ জন সাংসদের প্রতিবাদ আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ পি চিদম্বরম ও তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সুমিত্রা দেব।

সমস্যায় জর্জরিত জ্যাকলিন, প্রতারণা মামলায় ইডি-র দফতরে হাজিরা অভিনেত্রীর

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): সমস্যা ক্রমেই বাড়ছে অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজের। ৮ ডিসেম্বর, বুধবার, তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল দিল্লিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর দফতরে। সেই মতো এদিন দিল্লিতে ইডি-র দফতরে হাজিরা দিয়েছেন জ্যাকলিন। সুকেশ চন্দ্রশেখরের বিরুদ্ধে ২০০ কোটি টাকার প্রতারণা করার অভিযোগের মামলায় এদিন হাজিরা দিয়েছেন জ্যাকলিন।
গত রবিবার দুবাইয়ে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার সময়ে মুম্বই বিমানবন্দরে খানিক ক্ষণের জন্য আটক করা হয় জ্যাকলিনকে। মনে করা হয়েছিল, আটক করে তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু খানিক পরে মুম্বই বিমানবন্দর ছেড়ে বেরোনোর অনুমতি দেওয়া হয় অভিনেত্রীকে। নায়িকার বিরুদ্ধে 'লুকআউট' নোটিস জারি করেছে ইডি। এর আগে দু'বার জ্যাকলিনকে তলব করেছিল ইডি। সুকেশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, সুকেশের কারবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপর জ্যাকলিনকে তৃতীয়বারের জন্য সমন পাঠানো হয়। সেই মতো বুধবার ইডি-র দফতরে হাজিরা দিয়েছেন বলিউডের জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী।

কোভিশিল্ড উৎপাদন কমিয়ে বুস্টার ডোজ তৈরির দিকে নজর সেরামের

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর (হি. স.) : কেন্দ্র থেকে পর্যাপ্ত অর্ডার না পাওয়ায় করোনা টিকা কোভিশিল্ডের মাসিক উৎপাদন প্রায় ৫০ শতাংশ কমানো হচ্ছে। এমনটাই জানালেন সেরামের সিইও আদর পুনাওয়ালা। তবে সেরাম বর্তমানে বুস্টার ডোজ তৈরির দিকে নজর দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি।
আদর পুনাওয়ালা বলেন, 'হাতে অন্য কোনও অর্ডার নেই। তাই আপাতত কোভিশিল্ডের উৎপাদন ৫০ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এরপর আবার অর্ডার এলে তখন প্রোডাকশন বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া হবে। আট মাস ধরে রপ্তানি করতে পারিনি। অন্যান্য দেশগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্য দেশ টিকা সরবরাহ করেছে। একটা বড় বাজার হারিয়েছি আমরা।' যাঁরা কোভিশিল্ডের দু'টি করে ডোজ নিয়েছেন তাঁদের বুস্টার ডোজের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, এমনটা জানিয়ে কেন্দ্রকে চিঠিও দিয়েছে সেরাম। আদর পুনাওয়ালা বলেছেন, 'এর আগে আমরা প্রতি মাসে ২৫০ মিলিয়ন ডোজ তৈরি করছি। কিন্তু এখন তা কমাতে হচ্ছে।' হিন্দুস্থান সমাচার /

৩৭০ অনুচ্ছেদ রদের পর বাস্তুচ্যুত হননি কোনও কাশ্মীরি পন্ডিত ও হিন্দু : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা প্রদানকারী ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের পর থেকে এযাবৎ কাশ্মীর উপত্যকা থেকে কোনও কাশ্মীরি পন্ডিত অথবা হিন্দু বাস্তুচ্যুত হননি। জানিয়ে দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। একইসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট (৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ) থেকে চলতি বছরের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত কাশ্মীরে নিরস্ত্র হয়েছে ৩৬৬ জন জঙ্গি।
বুধবার রাজ্যসভায় লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের পর উপত্যকা থেকে কোনও কাশ্মীরি পন্ডিত অথবা হিন্দু বাস্তুচ্যুত হননি। পাশাপাশি জানানো হয়েছে, ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট (৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ) থেকে ২০২১ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত কাশ্মীরে নিরস্ত্র হয়েছে ৩৬৬ জন জঙ্গি, মৃত্যু হয়েছে ৯৬ জন সাধারণ নাগরিকের এবং ৮১ জন জওয়ান শহিদ হয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, ২০১৮ থেকে ২০২০-এই সময়ের মধ্যে দেশে দাঙ্গায় মৃত্যু হয়েছে ১০১ জনের এবং ৩ হাজার ৩৬৬ জন আহত হয়েছেন।

ভুয়ো ফোন কলে নাজেহাল উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৮ ডিসেম্বর।। উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা প্রায়শই ভুয়ো ফোন কলে নাজেহাল। ভুয়া ফোনে হয়রানির শিকার হতে হয় উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। বুধবার উদয়পুর ৩২ মাতারবাড়ি বিধানসভা এলাকা থেকে উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানায় একটি ফোন আসে, ফোনের ঐ প্রান্ত থেকে বলা হয় মাতারবাড়ি এলাকায় এক মহিলা বিষ পান করেন এবং মহিলার অবস্থা আশঙ্কাজনক।রাধাকিশোরপুর থানা থেকে তৎখনাৎ খবর দেয়া হয় উদয়পুর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। থানা থেকে এই খবর শোনার পর অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা তৎক্ষণাৎ ছুটে যায় ঘটনাস্থলে। ঘটনা স্থলে গিয়ে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা জানতে পারেন ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং ফোনে থানায় যে মহিলার নাম বলা হয়েছে সে মহিলা বিষ পান করেনি। অগ্নিনিবাপক দপ্তরের কর্মীদেরকে এই ভাবে বেসিনে নাজেহাল হতে হয় । এই খবর শুনে সাংবাদিকরাও ঘটনাস্থলে ছুটে গেলে সাংবাদিকদের অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা জানান প্রায় সময়ই ধরনের হয়রানি শিকার হতে হয় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের। প্রশ্ন হচ্ছে ভুয়ো ফোন কলে নাজেহাল হলে বিপত্তি দেখা দেয় যখন এক সাথে কয়েকটি কল আসে-তখন। ফলে প্রকৃত ঘটনা ঘটলে বঞ্চিত হবেন সাধারন মানুষ।তাই পুলিশকে এ ব্যাপারে ভূমিকা গ্রহণ করে দোষীদের চিহ্নিত করতে হবে বলে জানিয়েছেন অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা।

দি সাউথ ত্রিপুরা বাস ওনার্স এসোসিয়ান উদয়পুর শাখার ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৮ ডিসেম্বর।। দি সাউথ ত্রিপুরা বাস ওনার্স এসোসিয়ান উদয়পুর শাখার ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উদয়পুর রাজর্ষি হল ঘরে। এসোসিয়ানের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন গোমতি জেলা বিজেপি সভাপতি অভিষেক দেবরায়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি গোমতী জেলা প্রভারি রতন ঘোষ।গোমতী জেলার বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি সুশান্ত সাহা , ৩১ আর কে পুর মন্ডল সভাপতি প্রবীর দাস ,৩৩ কাকড়াবন মন্ডল সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকার, বাস সেন্ডিকেটের কার্য কর্তারা প্রমুখ। দি সাউথ ত্রিপুরা বাস ওনার্স এসোসিয়ান উদয়পুর শাখার ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে কমিটির নতুন সভাপতি হয়েছেন রাজু মজুমদার , সম্পাদক - অলিষ চক্রবর্তী, কোষাধক্ষ্য - রতন কর। দি সাউথ ত্রিপুরা বাস ওনার্স এসোসিয়ান উদয়পুর শাখার ত্রিবার্ষিক সম্মেলন উপস্থিত সদস্য সংখ্যা ছিলো লক্ষণীয়।

শৈত্যপ্রবাহে জবুথবু কাশ্মীর, মাইনাস ৬ ডিগ্রিতে জমে বরফ গুলমার্গ

শ্রীনগর, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): হু হু করে পারদ পতন হচ্ছে কাশ্মীর উপত্যকায়। প্রবল শৈত্যপ্রবাহে জবুথবু ভূস্বর্গের সর্বত্রই। কাশ্মীর ও লাদাখের হিমাঙ্কের নীচে পৌঁছে গিয়েছে তাপমাত্রার পারদ। এমনই আবহাওয়া থাকবে আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত, আরও নামতে পারে রাতের তাপমাত্রা। মঙ্গলবার রাতে শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কাজিগুন্দে ওই রাতেই তাপমাত্রা নেমে মাইনাস ১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে যায়।
জমে বরফ হয়ে গিয়েছে উত্তর কাশ্মীরের গুলমার্গ, সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে মাইনাস ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পহেলগামে মাইনাস ৪.৮ ডিগ্রি। কাশ্মীরের তুলনায় ঠাণ্ডা অত্যধিক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখে। লাদাখের লেহ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমে মাইনাস ৭.৯ ডিসগ্রী সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, কার্গিলে মাইনাস ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সাইবেরিয়ার পর বিশ্বের দ্বিতীয় শীতলতম স্থান কার্গিলের দ্রাসে তাপমাত্রা কমে মাইনাস ১৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে গিয়েছে।

খানিকটা স্বস্তি দিল দিল্লির বাতাস, রাজধানীতে দূষণ কমল সামান্য

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): দিল্লিবাসীকে খানিকটা স্বস্তি দিল বুধবারের বাতাস। গত কয়েকদিনের তুলনায় বুধবার সকালে দূষণ কিছুটা কম ছিল রাজধানীতে। একইসঙ্গে হিমেল পরশে মনোরম ছিল দিল্লির বাতাস। "খুব খারাপ" থেকে কিছুটা উন্নতি হয়ে বুধবার সকালে দিল্লির বাতাস "সামান্য খারাপ"। সাফার-ইন্ডিয়া-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এদিন সকালে দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ২৩৫। যা আগের দিনের তুলনায় অনেকটাই ভালো।
আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে এদিন জানানো হয়েছে, আগামী দুই-তিন দিনের মধ্যেই উন্নতি হবে দিল্লির বাতাসের। মনোরম হবে আবহাওয়া। দূষণ কিছুটা কমলেও, এদিন সকালেও কুয়াশা ও ধোঁয়াশা ছিল দিল্লি ও এনসিআর বংশালে। দিল্লিতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১০.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সকাল থেকেই পরিষ্কার ছিল দিল্লির আকাশ। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

শোপিয়ান-এনকাউন্টারে নিকেশ এক জঙ্গি, অভিযান জারি সুরক্ষা বাহিনীর

শ্রীনগর, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): কাশ্মীরে জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে একজন সন্ত্রাসবাদী। দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলার চেক চোলান এলাকার ঘটনা। নিহত জঙ্গির নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, অভিযান এখনও জারি রয়েছে। কাশ্মীর জোন পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায় শোপিয়ান জেলার চেক চোলান এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে কয়েকজন জঙ্গি। সেই খবর পাওয়া পর বুধবার ভোররাত থেকেই ওই এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। প্রবল ঠাণ্ডার মধ্যেই শুরু হয় গুলির লড়াই, জঙ্গিরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে তাই চারিদিক থেকে ওই এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। দুপুরের দিকে কাশ্মীর পুলিশ জানায় এনকাউন্টারে একজন অজ্ঞাতপরিচয় জঙ্গি নিকেশ হয়েছে। এখনও অভিযান জারি রেখেছে সুরক্ষা বাহিনী।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০ বাতিলের দাবিতে শিলচরে বিক্ষোভ অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশনের

শিলচর (অসম), ৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির আহ্বানে আজ বুধবার সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবসে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ বাতিলের দাবিতে শিলচরের ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে সংগঠনের কাছাড় জেলা কমিটি। কমিটির পক্ষ থেকে দুপুর বারোটায় ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকরা জড়ো হয়ে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভ চলাকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য তথা প্রাক্তন অধ্যক্ষ দীপঙ্কর চন্দ, মন্মথ নাথ, বিজিতকুমার সিংহ, শ্যামদেও কুর্মি, দিলীপ নাথ, সুব্রতচন্দ্র নাথ, হিল্লোল ভট্টাচার্য সহ অনেকে।
বিক্ষোভস্থলে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে সংগঠনের অসম রাজ্য কমিটির উপ-সভাপতি সুব্রতচন্দ্র নাথ বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ২০২০ সালের ২৯ জুলাই দেশের শিক্ষাবিদ, বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিজীবী, ইতিহাসবিদ এবং শিক্ষাপ্রেমী জনসাধারণের মতামতকে উপেক্ষা করে দেশে কোভিড পরিস্থিতির সুযোগে শিক্ষাবিরোধী ও জনবিরোধী শিক্ষানীতি-২০২০ প্রবর্তন করেছে। বলেন, এই শিক্ষানীতি কার্যকর হলে আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষ, বিজ্ঞান ভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে তা-ও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে। শিক্ষার সামগ্রিক ব্যক্তিগতকরণের ফলে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার পরিসর থেকে বেরিয়ে যাবে এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলকভাবে চাপিয়ে দিয়ে উন্নত চরিত্র গঠনের মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ সৃষ্টির সম্ভাবনাকে নির্মূল করা হবে। তিনি বলেন, শিক্ষার ভারতীয়করণের নামে শিক্ষাকে সাম্প্রদায়িকীকরণ ঘটিয়ে পৌরাণিক, অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ও ধারণাকে শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করে ভারতীয় সমাজকে পশ্চাদোপসরী করে তোলার প্রয়োজন। তিনি এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রী সহ শিক্ষানুরাগী জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বিক্ষোভ শেষে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি স্মারকপত্র জেলাশাসক মারফত রাজ্যপালের কাছে প্রদান করে সরকারের কাছে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি উত্থাপন করা হয়েছে।

সারা ভারত কৃষক সভার উদ্যোগে বিভিন্ন দাবীতে কৃষি অধিকর্তাকে ডেপুটেশন দেয়া হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম   হরেকরকম   হরেকরকম

দ্রুত চুল লম্বা ও ঘন করুন এই তেল ব্যবহার করে!

ঘন কালো লম্বা চুল কে না পছন্দ করেন। নারীর সৌন্দর্যের প্রায় দুইভাগ বৃদ্ধি করে তার চুল। নারীর কালো চুলের প্রেমে পরেছেন অনেকেই। কবি-সাহিত্যিকরা রচনা করেছেন শত শত কবিতা, গান, গল্প। তবে বর্তমানে এমন চিত্র কমই দেখা যায়। নানা কারণেই ঘন কালো লম্বা চুল দেখাই যায় না।

একে তো হালের ফ্যাশানে চুলে বিভিন্ন রং করা, ছোট রাখা তো আছেই।

সেই সঙ্গে অনিয়মিত জীবনাযাপন, খাবারের অনিয়ম, কেমিকেল পণ্য ব্যবহার চুলের ক্ষতি করছে। ফলে চুল পড়তে পড়তে মাথার একপাশ খালি হয়ে যাওয়া। লালচে হয়ে যাওয়া খবই সাধারণ সমস্যা হয়ে গেছে। এজন্য ব্যবহার করতে পারেন তেল। তবে নারকেল তেলের পাশাপাশি ব্যবহার করতে পারেন ক্যাস্টর অয়েল।

ক্যাস্টর বিনস থেকে তৈরি হয় ক্যাস্টর অয়েল। ফ্যাকাশে হলুদ রঙের এই তেল যুগ যুগ ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটি চুলের বৃদ্ধি ঘটায়, সেইসঙ্গে মাথার ত্বকের চিকিতসায়ও কাজে আসে। চুলের আর্দতা বজায় রাখে ক্যাস্টর অয়েল। ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ এই তেল চুলে পুষ্টি সরবরাহ এবং চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

জেনে নিন কীভাবে ব্যবহার করবেন-

চুলের বৃদ্ধিতে ক্যাস্টর অয়েল

হেয়ার মাস্কে ক্যাস্টর অয়েল মেশালে চুল ময়শ্চারাইজ হবে, পুষ্ট হবে এবং পুনরজ্জীবিত হবে। ১-২ টেবিল চামচ ক্যাস্টর অয়েল, ১-২ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল, ৫-৬ টি জবা ফুলের পাপড়ি নিয়ে ভালো করে মেশান। ১০ সেকেন্ডের মতো গরম করুন তেলটা, তারপর ভালো করে স্ক্যাল্পে ম্যাসাজ করুন। স্টিম টাওয়েল দিয়ে মাথা ঢেকে রাখতে হবে। এক ঘণ্টা পর হালকা গরম জল দিয়ে শ্যাম্পু করে নিন। প্রতি সপ্তাহে এটি করলে চুল বাড়বে।

চুল পড়া রোধে

আধা কাপ ক্যাস্টর অয়েল নিয়ে চুলের গোড়া থেকে নিচ পর্যন্ত লাগান। ক্যাস্টর অয়েল ঘন হয় তাই চুল থেকে তেল তুলতে সমস্যা হতে পারে। তাই বেশি তেল লাগাবেন না। ১৫-২০ মিনিট তেল রেখে বেশ কয়েকবার শ্যাম্পু করে নিন। শ্যাম্পু করার পর ভালো করে চুল শুকিয়ে নেবেন। চুল শুকোতে হেয়ার ড্রায়ার বা ওই ধরনের কিছু ব্যবহার করবেন না।

নতুন চুল গজাতে ক্যাস্টর অয়েল

নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে। ১ টেবিল চামচ ক্যাস্টর অয়েলের সঙ্গে ২ টেবিল চামচ নারকেল তেল, ২ টেবিল চামচ আমন্ড তেল ও ২ টেবিল চামচ তিল তেল মিশিয়ে নিন। চার রকমের তেল ভালো করে মিশিয়ে চুলের গোড়া ও স্ক্যাল্পে লাগান। হালকা গরম করে নিতে পারেন তেলের মিশ্রণটা। কম করে ১ ঘণ্টা রাখার পর শ্যাম্পু করে নিন।

কোভিড থেকে সুস্থ হওয়ার পর দুর্বলতা এবং ক্লান্তি অনভব করছেন?

করোনায় আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে, ক্লান্তি বা অবসাদ হল একটি দীর্ঘস্থায়ী সাধারণ উপসর্গ। করোনা থেকে সেরে ওঠার পর অনেকেই দীর্ঘস্থায়ী দুর্বলতা এবং ক্লান্তির সমস্যায় ভোগেন। এই ক্লান্তিভাব আর দুর্বলতা, রোগীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতেও বাধা দেয়। এমনকি পর্যাপ্ত ঘুম বা বিশ্রাম নেওয়ার পরও ক্লান্তির অনুভূতি ও দুর্বলতা বজায় থাকে।

কোভিড সম্পর্কিত সমস্ত আপডেট পড়ুন এখানে কারও কারও আবার ব্যথা-যন্ত্রণার অনুভূতিও হয়। কোভিড-পরবর্তী এই সমস্যাগুলোকে কিন্তু কখনই হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়।

তাই কোভিড থেকে সেরে ওঠার পর নিজেকে ফিট রাখতে ও অ্যাক্টিভ থাকতে দৈনন্দিন বিশেষ কিছু নিয়ম মেনে চলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে আসুন দেখে নেওয়া যাক, কোভিড-পরবর্তী ক্লান্তি এবং দুর্বলতা থেকে মুক্তি পেতে কী করবেন।

১) কঠোর শরীরচর্চা এড়িয়ে চলুন

কোভিড-পরবর্তী সময়ে ব্যথা-যন্ত্রণা থেকে নিরাময় পেতে শরীরচর্চা করা একটি ভাল প্রতিকার। তবে এই সময় কখনোই কঠোর শরীরচর্চা করা উচিত নয়। এই সময় শক্তি সংরক্ষণের জন্য, দৈনন্দিন কাজকর্মের পরিমাণ বা শরীরচর্চা কিছুটা কমিয়ে দিন। এর পরিবর্তে মেডিটেশন, ধীরে হাঁটা, ম্যাসেজ থেরাপি, আকুপাংচার কিংবা যোগা-র মতো হালকা শরীরচর্চা করুন।

২) ভিটামিন ডি

সূর্যালোক ভিটামিন ডি-এর ভাল উতস। ভিটামিন ডি সক্রিয়ভাবে ক্যালসিয়াম বিপাক, নিউরোমাসকুলার এবং শরীরের ইমিউন সিস্টেমের কার্যকারিতার সাথে জড়িত। তাই ভিটামিন ডি এর জন্য নিয়মিত ১৫-২০ মিনিট সূর্যালোকে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন। এছাড়া ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করুন। তবে মাস্ক পরা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে ভুলবেন না যেন।

৩) বাদাম এবং ড্রাই ফ্রুটস খান

নিয়মিত একমুঠো ড্রাই ফ্রুটসের গ্রহণ, ক্লান্তি প্রতিরোধকারী ভিটামিন এবং খনিজ তথা ক্যালসিয়াম, তামা, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম, ফসফরাস, প্রোটিন, রাইবোফ্ল্যাভিন, ভিটামিন ঙ, ঋ, ক্ক, জ্ঞ, ক্ক৬ এবং জিঙ্ক সমৃদ্ধ হতে পারে। এগুলি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে তুলতে সহায়তা করে।

৪) পুষ্টিকর খাবার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করুন

এই সময়ে খাদ্যতালিকায় হালকা, সহজে হজম হয় এবং পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার অন্তর্ভুক্ত করুন, যেমন - মসুর ডালের স্যুপ, খিচুড়ি, ভাত এবং সজনের স্যুপ কিংবা চিকেন স্যুপ, প্রভৃতি। অতিরিক্ত চিনিযুক্ত খাবার, ভাজা এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলুন।

৫) রুটিন মাফিক চলার চেষ্টা করুন

সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য রুটিন মাফিক চলা অত্যন্ত জরুরি। এটি আপনার এনার্জি বুদ্ধিমানের সাথে ব্যয় করা এবং খুব ক্লান্ত না হয়ে পড়ার একটি উত্তম উপায়। তাই যতটা রুটিন মাফিক চলবেন, ততটাই তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা সহজ হবে।

৬) নিজেকে হাইড্রেটেড রাখুন

সুস্থ থাকতে সর্বদা শরীরকে হাইড্রেট রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তরল গ্রহণের পরিমাণ বাড়ালে, ক্লান্তির বিরুদ্ধে লড়াই করাও খুব সহজ হয়। তাই পর্যাপ্ত পরিমাণে জল, জুস, শরবত ও স্যুপ খাওয়ার পাশাপাশি, ওআরএস সাপ্লিমেন্ট, ভেষজ চা এবং কাড়া পান করুন।

৭) নিজের ঘুমের চক্র ঠিক রাখার চেষ্টা করুন

এই পরিস্থিতিতে নিজের ঘুমের চক্র ঠিক রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যত বেশি বিশ্রাম নেবেন, তত দ্রুত নিজের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসতে সক্ষম হবেন। তাড়াতাড়ি ঘুমানো এবং তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা, আপনার শারীরিক এবং মানসিক উভয় স্বাস্থ্যেরই উপকার করতে পারে। এটি আপনাকে উদ্যমী, ইতিবাচক এবং প্রাণবন্ত রাখতে পারে। তাড়াতাড়ি ঘুমাতে চাইলে, ঘুমাতে যাওয়ার এক ঘণ্টা আগে মোবাইল, ল্যাপটপ, টিভির থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখুন।

জিভের কালো দাগ?

দাগ দূর করুন, ঘরোয়া উপায়ে! বিস্তারিত জেনেনিন

স্বাদ গ্রহণ করা ছাড়াও জিভ আমাদের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের সূচক হিসেবেও কাজ করে। খেয়াল করে দেখবেন চিকিতসকের কাছে গেলেই তিনি আগে আপনার জিভ ভালো করে পরীক্ষা করে নেন। কেননা জিভের রং এবং স্বাস্থ্য দেখেই বোঝা যায় কতটা সুস্থ আপনি। তাই নিয়মিত জিভের যত্ন নেয়া দরকার।

জিভ পরিষ্কার না করলে জিভে খাবার জমে জমে ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয়। আর ব্যাকটেরিয়ার ফলেই স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে। জিভ সাধারণত গোলাপি রঙের হয়। যদি বেশি লাল হয় তাহলে বুঝবেন হজমের সমস্যা হচ্ছে আপনার। অনেকের জিভে কালো ছোপ দেখা যায়। জিভের সামনের দিকে বা মাঝখানে এই দাগ দেখা যায়। মৃত কোষ, ব্যাকটেরিয়া, খাবার ভালোভাবে পরিষ্কার না হওয়া ইত্যাদি জিভের দাগ হওয়ার কারণ। আবার বডি টিস্যুতে যথেষ্ট অক্সিজেন যদি রক্ত না পৌঁছে দেয় তাহলেও জিভে কালো স্পট দেখা দিতে পারে।

জিভ পরিষ্কার করতে নরম টুথব্রাশ ব্যবহার করুন, দিনে দু’’বার হালকাভাবে জিভে ব্রাশ করুন। এটি করলে জিভে থাকা ব্যাকটেরিয়া এবং ডেড স্কিন সেলস দূর হবে। প্রতিবার খাওয়ার পর জিভ ও দাঁত ব্রাশ অবশ্যই করতে হবে। তামাকজাত জিনিস থেকে দূরে থাকলে জিভের কালো দাগ থেকে মুক্তি পাবেন। এছাড়াও এই কালো দাগ দূর করার কয়েকটা ঘরোয়া উপায় রয়েছে। চলুন জেনে নেয়া যাক সেসব-

আনারস

আনারসে ব্রোমেলিন থাকে যা কালচে দাগ দূর করে এবং জিভকে মৃত ত্বকের কোষ থেকে মুক্তি দেয়। প্রতিদিন আনারস খেলে দেখবেন কয়েক দিনের মধ্যে কালো দাগ হালকা হয়ে গেছে!

দারুচিনি এবং লবঙ্গ

দারুচিনি এবং লবঙ্গও জিভের কালো দাগ দূর করতে দারুন কাজ করে। দুই টুকরো দারুচিনি ও চারটি লবঙ্গ নিন। এক গ্লাস পানিতে ভালো করে ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করুন। তারপর সেই পানি দিয়ে গার্গল করুন। দিনে দু’’বার এটা করলে কালো দাগ দূর হবে।

রসুন

জিভের কালো দাগের ওপর এক কোয়া রসুন নিয়ে ঘষুন। এক মাস ধরে প্রতিদিন এটি করলে ভালো ফল পাবেন।

অ্যালোভেরা

অ্যালোভেরা কোলাজেন কাঠামোর উন্নতি করে দাগ দ্রুত নিরাময় করতে সহায়তা করে। জিভের কালো দাগে অ্যালোভেরা জেল লাগালে দাগ ধীরে ধীরে চলে যাবে। অ্যালোভেরা জুস খেলেও কাজ হবে।

নিম

নিম ব্যাক্টেরিয়াল সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে এবং এটি প্রাকৃতিক দাগ অপসারণকারী। কয়েকটি নিম পাতা এক কাপ পানিতে ভালো করে ফুটিয়ে নিন। এবার এই পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। এক সপ্তাহে প্রতিদিন দু’’বার করে এটা করলে জিভের দাগ চলে যাবে।

ঘরে ছারপোকার উৎপাত?

ারপোকা দূর করুন এই ২ টি উপাদানেই!

পোকামাকড়ের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর হল ছারপোকা। একবার ঘরে বাসা বাধলে এই পোকা দূর করা বেশ দুষ্কর। মূলত বিছানা, মশারি, বালিশ, সোফা, এইসমস্ত জিনিসে ছারপোকার উপদ্রব সবচেয়ে বেশি হয়।

ছারপোকা রক্ত চুষে নেয়ার ওস্তাদ। ফলে ছারপোকার কামড়ে জ্বালা, ব্যথা এবং অ্যালার্জির মতো সমস্যা দেখা দেয়।

তবে দুইটি ঘরোয়া উপায়ে এই পোকার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব।

পুদিনা পাতার গন্ধ ছারপোকা সহ্য করতে পারে না। তাই যেখানে ছারপোকা বেশি সেখানে পুদিনা রেখে দিন। বিছানা, সোফার পাশে এবং বাড়ির প্রতিটি কোণেও পুদিনা পাতা রাখতে পারেন। আপনি চাইলে এর স্প্রে করতে পারেন।

নিম তেল সর্বপ্রথমে দুই টেবিল চামচ নিম তেল, এক কাপ জল এবং আধা চা চামচ ডিটারজেন্ট পাউডার নিন। তারপর পানিতে নিম তেল এবং ডিটারজেন্ট পাউডার ভালো করে মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণটি একটি স্প্রে বোতলে ভরে ছারপোকা যেখানে আছে সেখানে ছড়িয়ে দিন।

যতদিন না ছারপোকা পুরোপুরি যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত নিয়মিত এটি প্রয়োগ করুন। নিমের অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যা পোকা মারতে সহায়তা করে।

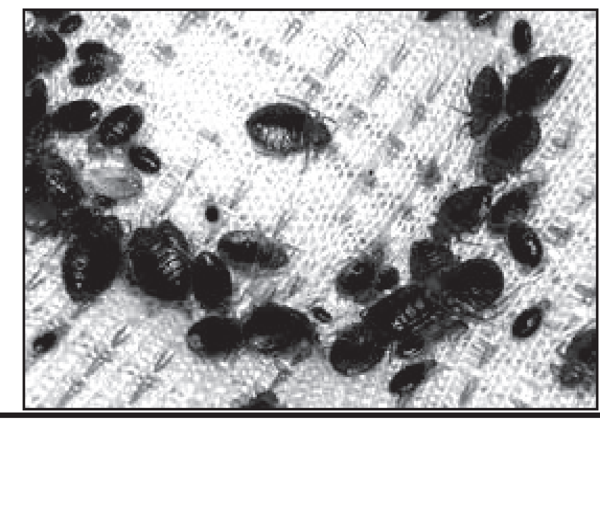

শীতকালে ডায়াবেটিস রোগীদের কি এই ফল খাওয়া কতটা নিরাপদ!

শীতকালে ডায়াবেটিস রোগীদের কি এই ফল খাওয়া কতটা নিরাপদ! জেনেনিন বিস্তারিত

শীতকাল আসলেই রঙ-বেরঙের ফল ও সবজিতে ছেয়ে যায় বাজার।

এর ভেতরে একটি হলো কমলা। এই ফল খেতে যেমন সুস্বাদু তেমনি এর অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। তবে আপনি যদি ডায়াবেটিস রোগী হয়ে থাকেন তাহলে কি কমলা আপনার জন্য উপকারী?

চলুন জেনে নেওয়া যাক-

কমলাতে ভিটামিন, মিনারেল, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও ডায়াটারি ফাইবার রয়েছে যা শরীরের জন্য অনেক উপকারী। কমলায় যে ভিটামিন সি রয়েছে তা শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। ডায়াটারি ফাইবার হজম প্রক্রিয়া ভালো রাখে আর কোষের উজ্জীবনে সাহায্য করে।এসব ফলে প্রাকৃতিক চিনি অর্থাত ফ্রুকটোজ, সুক্রোজ থাকে। যারা ইনসুলিন সংবেদশীলতায় ভুগছেন তাদের সবার জন্য এই কমলা কতটা উপকারী এই নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

শীত হলো স্বাস্থ্যকর সবজি ও ফল খাওয়ার উপযুক্ত সময়। কমলা যে পুষ্টি উপাদানে ভরপুর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তবে আপনি ডায়াবেটিক রোগী হলে কমলা খাওয়া কতটা নিরাপদ?

কমলা খাবার পদ্ধতি-

ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য কমলা খাওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত নিয়ম হলো কাঁচা খাওয়া অথবা কোন মিষ্টি যোগ না করে তাজা কমলার রস খাওয়া। এর সাথে এক টেবিল চামচ সিয়া বীজ যোগ করে নিতে পারেন যা খাবার ওমেগা- ৩ফ্যাটি এসিডের উপকারিতা যোগ করবে।

চুলের যত্নে অশ্বগন্ধার পাউডার ব্যবহার করুন

বর্তমানে আমাদের বড় সমস্যা চুল পড়া। অশ্বগন্ধা কিন্তু সুপার হেয়ার টনিক চুল পড়ার সমস্যা সমাধানে। এর এন্টিঅক্সিডেন্ট এবং হরমোন ব্যালেন্সসিং সিস্টেম কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এখনকার আয়ূর্বেদীক শ্যাম্পু বা তেলে এর উল্লেখযোগ্য ব্যবহার দেখা যায়।

আরও একটি সমস্যা আমরা ভোগ করি চুলের ক্ষেত্রে,সেটা হলো মাঝখান থেকে চুল ভেঙে যাওয়া। এর মূল কারণ হচ্ছে অম্যানো এসিড ও আয়রণের অভাব। অশ্বগন্ধা আপনাকে এই সকল সমস্যা থেকে অনেকটায় নিস্তার দিবে। চলুন তবে জেনে নেয়া যাক কীভাবে ব্যবহার করবেন এই অশ্বগন্ধা পাউডার সে সম্পর্কে-

যা যা লাগবে: ৩চামচ অশ্বগন্ধা পাউডার, ২চামচ আমলকী পাউডার, সামান্য পানি।

যেভাবে ব্যবহার করবেন

অশ্বগন্ধা ও আমলকী পাউডার পানি দিয়ে একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এবার এই মিশ্রণ স্ক্যাল্পসহ পুরো চুলে ভালো করে লাগান। কিছুক্ষন পর শ্যাম্পু করে ফেলুন। সপ্তাহে দু থেকে তিনদিন এটা ব্যবহার করুন। দেখবে দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে ফল পাবেন।

শরীরে এই ৬ লক্ষণ দেখা দিলেই সতর্ক হোন, হতে পারে হাঁপানির উপসর্গ

যেকোনও রোগ যদি প্রাথমিক লক্ষণগুলি থেকে সনাক্ত করা যায়, তাহলে বড়োসড়ো বিপদ এড়ানো এবং যথাযথ সময় চিকিতসা শুরু করাও সম্ভব হয়। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই আমরা অনেক রোগ প্রথম থেকে বুঝতে পারি না। আর তার জন্যই চিকিতসায় দেরি হয়ে যায়। তাই কোন রোগের কী লক্ষণ, তা জেনে রাখা অত্যন্ত জরুরি।

হাঁপানির ক্ষেত্রেও তেমনই। বেশিরভাগ মানুষই বুঝতে পারেন

না যে তার হাঁপানির সমস্যা হচ্ছে, সাধারণ শ্বাসকষ্ট ভেবে এড়িয়ে যান।

আপনারও যদি হাঁপানির লক্ষণ সম্পর্কে তেমন কোনও ধারণা না থাকে, তাহলে জেনে নিন অ্যাজমা বা হাঁপানির প্রাথমিক লক্ষণগুলি কী কী হতে পারে।

১) শ্বাসকষ্ট

শ্বাসকষ্ট হল হাঁপানির প্রাথমিক লক্ষণগুলির মধ্যে একটি। শ্বাসকষ্ট হঠাত করেই শুরু হতে পারে। যখন শ্বাসনালী স্ফীত এবং সংকীর্ণ হয়ে যায়, তখন শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। যার ফলে, ফুসফুসে পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন চলাচল হয় না এবং ফলস্বরূপ শ্বাসকষ্ট শুরু হয়।

২) হুইজিং

হাঁপানির টান উঠলে, প্রদাহের কারণে শ্বাসনালী সংকুচিত হয়ে যায়। যার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার সময় শরীর প্রয়োজনীয় পরিমাণে অক্সিজেন গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। তাই শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার সময় সাঁসাঁ করে আওয়াজ বেরোয়।

৩) কাশি

হাঁপানির অন্যতম লক্ষণ হল, কাশি হওয়া। ধুলো-বালি, কুয়াশা, ধোঁয়ার মতো বিরক্তিকর উপাদানগুলি হাঁপানির ঝুঁকি বাড়ায়। যখন এই মাইক্রো-পার্টিকেল শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে, তখনই জ্বালা এবং প্রদাহ হয়। তাছাড়া এগুলি স্নায়ুকে উদ্দীপিত করে, যা মস্তিষ্ককে সংকেত দেয় কাশির মাধ্যমে ফুসফুস থেকে বাতাস বের করে দিতে।

৪) বুকে চাপা ভাব অনুভূত হওয়া

হাঁপানির টান উঠলে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হয়, ফলে শারীরিক অস্বস্তি বোধ হয়। এতে বুকের মধ্যে টান বাড়ে, বুকে চাপা ভাব অনুভব হয়। বুক ফুলে উঠতে পারে অথবা সমস্ত বাতাস বের হয়ে যেতে পারে।

৫) কাশি যা সহজে দূর হতে চায় না

যারা তীব্র শ্বাসকষ্টে ভুগছেন তাদের মধ্যে অ্যাজমা সম্পর্কিত কাশি এত সহজে দূর হয় না। শীতকালে এই হাঁপানি রোগীদের কাশির সমস্যা আরও বাড়তে পারে। হাঁপানির কারণে হওয়া গুরুতর কাশির সমস্যাকে কফ-ভ্যারিয়েন্ট অ্যাজমা বলা হয়।

৬) দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া

হাঁপানির কারণে হওয়া শ্বাসকষ্ট, আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে বাধ্য করতে পারে। শ্বাসকষ্টের সময় ফুসফুস থেকে সম্পূর্ণরূপে বাতাস বেরিয়ে যায়, ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেই দ্রুত শ্বাস নিতে বাধ্য হন। এক্ষেত্রে দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার সময়, সাঁসাঁ শব্দও শোনা যায়। এই উপরোক্ত লক্ষণগুলি ছাড়াও, কথা বলতে কষ্ট হওয়া, উদ্বিগ্ন কিংবা অস্থির হয়ে ওঠা, অত্যাধিক ঘাম হওয়া, ঠেঁট নীল হয়ে যাওয়ার মতো বিভিন্ন উপসর্গও লক্ষ্য করা যায়।

প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহের প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়েছে। ছবি নিজস্ব

নাগাল্যান্ডের ঘটনার সমালোচনা নিয়ে তোপ তথাগত রায়ের

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : নাগাল্যান্ডের সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে কেন্দ্র-বিরোধী রাজনীতিকরা নানা সমালোচনা করছেন। এ নিয়ে বুধবার তোপ দাগলেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন তথাগত রায়। টুইটারে বুধবার তিনি লিখেছেন, ‘‘নাগাল্যান্ডের ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক, সন্দেহ নেই। কিন্তু গত ১৩ই নভেম্বর যখন বিচ্ছিন্নতাবাদীরা কর্নেল বিপ্লব ত্রিপাঠী, তাঁর স্ত্রী ও তাঁর আট বছরের ছেলেকে খুন করল তখন কি আমরা এর সিকির সিকি হা-হুতাশ শুনেছিলাম? জীবনপণ করে যাঁরা দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করছেন তাঁরা কি চোর দায়ে ধরা পড়েছেন ? মিডিয়াতে বচন ঝাড়া খুব সহজ। কিন্তু একবার তাকিয়ে দেখুন, বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য কেমন ফাঁদ পাতে! কাঁটাগুলো দেখেছেন ? বিঁধলেই এফোঁড়-ওফোঁড় ! বাহিনীরও পরিবার আছে, বৌ-ছেলেমেয়ে আছে। কোনো ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয়।‘‘ প্রতিক্রিয়ায় পীযূষকান্তি পাল লিখেছেন, ‘‘নাগাল্যান্ডের এনডিএ মুখ্যমন্ত্রী আফস্পা প্রত্যাহার করার অনুরোধ করেছে এটা বোধয় তথাগতবাবু জানেনা। বিপ্লব ত্রিপাঠিজি শহীদ হতে তথাগতবাবু হুতাশ না হতে পারে কিন্তু দেশ হয়েছিল।শহীদ হয়ল কি করে? আই বি-র গাফিলতি ছিল ত? নাগাল্যান্ডের সরকার সেনার বিরুদ্ধে কেস করেছে তা তথাগতবাবু জানেন।‘‘ তথাগত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘‘বিচ্ছিন্নতাবাদী, মিলিটান্ট ও সামান্য গ্রামবাসীদের মধ্যে যদি পার্থক্য না বোঝেন তবে রাজনীতি ছেড়ে দিন! আপনাদের সরকারের আমলে, না পারাটা আজ সাধারণের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছে! দোষ স্বীকার করুন!প্রত্যেক জীবনের দামই অপরিসীম! অযথা দুটি ভিন্ন ঘটনাকে এক করার প্রবণতা থেকে বিরত থাকুন!‘‘ অর্জুন ভট্টাচার্য লিখেছেন, ‘‘কিছু বলার নেই স্যর,সত্যিই বিচিত্র এই দেশ এবং তার থেকেও বড়ই বিচিত্র দেশের জনগণ। কারণ,অধিকাংশ মানুষই জ্ঞানচক্ষু দিয়ে সার্বিক বিচার-বিবেচনা না করে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।‘‘ শ্রীকুমার দত্ত লিখেছেন, ‘‘কর্নেল বিপ্লব ত্রিপাঠি ও তার পরিবার মনে হয় ”মানুষ” ছিল না,শুধুই নিরাপত্তা’’র দায়িত্ব প্রাপ্ত যন্ত্র,এবং ওরাতো দেশের সেবায় নিজেদের উৎসর্গীকৃত জীবনের মহিমা প্রচারে ”ঢাক-ঢোল’’ পেটাতেও পারেনি-----কাজেই এখন ”মেকী দেশসেবক নেতা’’রা নিজেদের অস্তিত্বের এবং মহিমার প্রচারে ঢাকঢোল পেটাচ্ছে!‘‘ দীপক সেন লিখেছেন, ‘‘বাস ঝামেলা মিটে গেল তাহলে কর্নেল ত্রিপাঠী এবং তার পরিবার গু নাগাল্যান্ড ঘটনার ১৪ জন। ব্যাপারটা এটাই দাঁড়ালো।‘‘

হাফলঙে মন্ত্রী যোগেন ও মুখ্যসচিব জিষ্ণু, আইন-শৃঙ্খলার পাশাপাশি হাসপাতালে খোঁজ নিলেন জঙ্গিদের হাতে আহতদের

হাফলং (অসম), ৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : রাজ্যের পার্বত্য এলাকা উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী যোগেন মোহন এবং রাজ্যের মুখ্যসচিব জিষ্ণু বরুয়া এক ঝটিকা সফরে আজ বুধবার এসেছেন হাফলঙে। হাফলং এসেই মন্ত্রী যোগেন মোহন এবং মুখ্যসচিব জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। সোমবার ভোররাতে মাইবাঙের মানিগিপুর ডেজিগনেটেড ক্যাম্প থেকে ডিএনএলএ-র পাঁচ জঙ্গি বেরিয়ে লাংটিং থেকে চার ছয় ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে এসে তাদের ডেজিগনেটেড ক্যাম্পে অমানবিক অত্যাচার চালায়। এতে দুই ব্যক্তি নিহত হওয়ার পাশাপাশি চার ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হন। তাছাড়া ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠনের পাঁচ সদস্যকে একইভাবে ক্যাম্পে অত্যাচার চালানো হলে তাদের মধ্যে একজনের মৃত্যু ঘটে ও চারজন গুরুতর ভাবে জখম হয়।

আজ হাফলং সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আট জনের স্বাস্থ্যের খবর নিতে রাজ্যের পার্বত্য এলাকা উন্নয়ন মন্ত্রী যোগেন মোহন হাসপাতালে গিয়ে তাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে যাতে কোনও ধরনের সমস্যার সৃষ্টি না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখতে চিকিৎসকদের নির্দেশ দেন মন্ত্রী। তার পর মন্ত্রী যোগেন মোহন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, সোমবার ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠনের ডেজিগনেটেড ক্যাম্পে যে ঘটনা সংগঠিত হয়েছে তা অতি দুর্ভাগ্যজনক। সেদিনের ঘটনায় নিহতদের পরিবারের প্রতি তিনি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

তাছাড়া আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে মন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য তিনি জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। সাংবাদিকদের মন্ত্রী বলেন, সোমবার যে ঘটনা সংগঠিত হয়েছে, এ নিয়ে পুলিশ তদন্ত করছে। তবে ওই ঘটনায় যে সব ডিএনএলএ সদস্য জড়িত তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কেননা, বর্তমান সরকারের আমলে কাউকেই বেআইনি কাজ করতে দেওয়া হবে না। সবাইকে আইন মেনে চলতে হবে। আইনের বিরুদ্ধে গিয়ে যাতে ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা কোনও কাজ না করে সেই আহ্বান জানান জঙ্গি সদস্যদের।

মন্ত্রী বলেন, জঙ্গি সংগঠনটি বেআইনি কাজ করলে শান্তি আলোচনায় এর প্রভাব পড়বে। কারণ শান্তি আলোচনায় এ ঘটনাও স্থান পাবে। তিনি বলেন, ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা অস্ত্রবিরতি চুক্তি করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসে সরকারের সঙ্গে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শামিল হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকলে উন্নয়ন সম্ভব। তবে এ ধরনের অশান্তির সৃষ্টি হলে উন্নয়নে বাধা আসবে। তাই সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় শান্তি নিশ্চয় ফিরে আসবে পাহাড়ি জেলায়, মন্তব্য করেন রাজ্যের পার্বত্য এলাকা উন্নয়ন মন্ত্রী যোগেন মোহন। এদিন মন্ত্রী হাফলং সরকারি হাসপাতালের অক্সিজেন প্ল্যান্টের কাজও পরিদর্শন করেছেন।

৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় ক্যাবিনেট বৈঠকের প্রস্তুতি দেখতে হাফলঙে মন্ত্রী যোগেন মোহন ও মুখ্যসচিব জিষ্ণু বরুয়া

হাফলং (অসম), ৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : আগামী ৫ জানুয়ারি হাফলঙে অনুষ্ঠেয় ক্যাবিনেট বৈঠকের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এসেছেন রাজ্যের পার্বত্য এলাকা উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী যোগেন মোহন এবং মুখ্যসচিব জিষ্ণু বরুয়া।

আজ বুধবার ঝটিকা সফরে হাফলং এসে প্রস্তাবিত ক্যাবিনেট বৈঠকের প্রস্তুতি নিয়ে মন্ত্রী যোগেন মোহন এবং মুখ্যসচিব জিষ্ণু বরুয়া ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক নাজরিন আহমেদ, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের প্রধানসচিব জুবি নামপুই, সচিব টিটি দাওলাগাপু, বিধায়ক নন্দিতা গারলোসা, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসা এবং অনান্য বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন।

হাফলঙে সব সুযোগ-সুবিধা খতিয়ে দেখেছেন মন্ত্রী ও মুখ্যসচিব। রাজ্যের পার্বত্য এলাকা উন্নয়ন মন্ত্রী যোগেন মোহন সাংবাদিকদের বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে রাজ্য সরকার প্রথম ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, গুয়াহাটির বাইরে অনান্য জেলায়ও মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সে অনুযায়ী প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে ধেমাজি এবং দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে বঙাইগাঁওয়ে। এবার তৃতীয় ক্যাবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে দিশপুরের বাইরে পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ের হাফলঙে।

মন্ত্রী বলেন, আসন্ন মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যের ১৪ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী, মুখ্যসচিব সহ অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। তিনি বলেন, অনুষ্ঠেয় ক্যাবিনেট বৈঠকেই ডিমা হাসাও জেলার উন্নয়নের দিক উন্মোচিত হবে। কারণ রাজ্য সরকার ডিমা হাসাও জেলার ব্যাপক উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে। মন্ত্রী যোগেন মোহন বলেন, ক্যাবিনেট বৈঠকের দিন হাফলঙে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এর মধ্যে রয়েছে হাফলঙের নবনির্মিত এনএল দাওলাগাপু স্টেডিয়াম, হেলিপ্যাড ও হাফলং সরকারি হাসপাতালের নতুন অক্সিজেন প্ল্যান্ট, জানান রাজ্যের পার্বত্য এলাকা উন্নয়ন মন্ত্রী যোগেন মোহন।

নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনায় ক্যাবিনেট কমিটির বৈঠকের ডাক প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স) : চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াতের চপার দুর্ঘটনার পরই নিরাপত্তা বিষয়ে আলোচনায় তড়িঘড়ি ক্যাবিনেট কমিটির বৈঠক ডাকলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সন্ধে সাড়ে ছ'টায় ৭ লোককল্যান মার্গে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে হবে ওই বৈঠক। দেশের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক বা চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ ছিলেন বিপিন রাওয়াত। এদিন দুপুরের চপার দুর্ঘটনার পর তাঁর অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। এই প্রেক্ষাপটে দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করতেই বৈঠক ডেকেছেন প্রধানমন্ত্রী। বুধবার তামিলনাড়ুর সুলুর থেকে উড়ে ওয়েলিংটন সেনাঘাঁটির দিকে যাচ্ছিলেন সস্ত্রীক বিপিন রাওয়াত। সঙ্গে ছিলেন বায়ুসেনার অন্যান্য কর্মীরা। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছনোর আগেই ১৪ জন আরোহীকে নিয়ে ভেঙে পড়ে চপারটি। মারা যান বিপিন রাওয়াতের স্ত্রী মধুলিকা রাওয়াত। ৮৫ শতাংশ অগ্নিদগ্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে বিপিন রাওয়াতের। অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ১৪ জন আরোহীর মধ্যে ১৩ জনেরই মৃত্যু হয়েছে। নীলগিরির জেলাশাসক জানিয়েছেন, বিমান দুর্ঘটনায় একজন পুরুষ বেঁচে আছেন। বাকি ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

কপ্টার দুর্ঘটনায় বিপিন রাওয়াতের স্মৃতির প্রতি প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : কপ্টার দুর্ঘটনায় বিপিন রাওয়াতের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বুধবার সন্ধ্যায় টুইটারে জেনারেল বিপিন রাওয়াতের সঙ্গে তাঁর ছবি যুক্ত করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, “ভারতের প্রথম সিডিএস হিসাবে, জেনারেল রাওয়াত প্রতিরক্ষা সংস্কার সহ আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি তাঁর সাথে সেনাবাহিনীতে চাকরি করার একটি সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছিলেন। ভারত তার ব্যতিক্রমী সেবা ভুলবে না। জেনারেল বিপিন রাওয়াত একজন অসামান্য সৈনিক ছিলেন। একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক, তিনি আমাদের সশস্ত্র বাহিনী এবং নিরাপত্তা যন্ত্রের আধুনিকায়নে ব্যাপক অবদান রেখেছিলেন। কৌশলগত বিষয়ে তার অন্তর্দৃষ্টি এবং দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ব্যতিক্রমী। তাঁর মৃত্যু আমাকে গভীরভাবে শোকাহত করেছে। ওম শান্তি।”

রাজ্যসভার সাংসদদের সাসপেনশন সংবিধানের ৮৫ নম্বর অনুচ্ছেদের বিরুদ্ধে : খাড়গে

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজ্যসভা থেকে বিভিন্ন দলের ১২ জন সাংসদকে বরখাস্ত করার বিরুদ্ধে ফের সরব হলেন রাজস্যভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। বুধবার তিনি বলেছেন, সাংসদদের সাসপেনশন সংবিধানের ৮৫ নম্বর অনুচ্ছেদের বিরুদ্ধে। সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে খাড়গে বলেন, ’এখনও তাঁরা অনড়। সদন এইভাবে চলুক, তা আমরা চাই না। কিন্তু, তাঁরা আমাদের বাধ্য করছে যাতে সদন কাজ না করে এবং কোনও ইস্যু না উত্থাপিত হয়, তা কৃষক, পেগাসাস, মুদ্রাস্ফীতি, জ্বালানীর দাম অথবা নাগাল্যান্ডই হোক না কেন।’ খাড়গে আরও বলেছেন, ’সাংসদদের বরখাস্ত প্রত্যাহারের বিষয়ে আমরা ক্রমাগত সংসদে নিজেদের মতামত তুলে ধরেছি এবং আমরা চেয়ারম্যানকে একাধিকবার অনুরোধ করেছি যে আমাদের দোষ নেই, তাও আমাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আমি আরও বলেছি যে সাময়িক বরখাস্ত করা নিয়মের পরিপন্থী। আমরা আজ ফের এই বিষয়টি উত্থাপন করেছি যে এটি ঠিক নয় এবং সাসপেনশন প্রত্যাহার করা উচিত...আমি আবারও আবেদন করছি যে আমরা সদনের কাজ করতে দিতে প্রস্তুত। সমস্ত বিরোধীরা আজ সদন বয়কট করেছে। আমরা বৃহস্পতিবার ফের সিদ্ধান্ত নেব।’

বিপিন রাওয়াতের দুর্ঘটনার খবরে মাঝপথে বৈঠক থামালেন মুখ্যমন্ত্রী, টুইটে দুঃখপ্রকাশ

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর (হি স)। তামিলনাড়ুতে সেনা চপার ভেঙে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে সেনা সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়াত। সেই ‘দুঃসংবাদ’ পেয়ে মাঝপথেই প্রশাসনিক বৈঠক শেষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শোকও প্রকাশ করলেন তিনি। বললেন, “কুনুর থেকে অত্যন্ত দুঃখজনক খবর আসছে। আজ, পুরো জাতি সিডিএস বিপিন রাওয়াত এবং তার পরিবারের সদস্যদের সহ যারা জাহাজে ছিলেন তাদের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করে। এছাড়াও আহত সকলের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।“

বুধবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ তামিলনাড়ুর কুন্নুরে বড়সড় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে সেনা চপারটি। সেই চপারে ছিলেন সস্ত্রীক সেনা সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়াত-সহ মোট ১৪ জন। সেই খবর এসে পৌঁছতেই মালদহের প্রশাসনিক বৈঠক থামিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে টুইট করেও আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন তিনি।

দেশের মধ্যে দীর্ঘতম, ১৮ ডিসেম্বর গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): আগামী ১৮ ডিসেম্বর দেশের মধ্যে দীর্ঘতম এক্সপ্রেসওয়ে গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তৈরি হওয়ার পর এটিই হবে দেশের মধ্যে বৃহত্তম এক্সপ্রেসওয়ে। প্রায় ৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রসারিত, মেরঠ থেকে প্রয়াগরাজ পর্যন্ত এই ৬ লেনের এক্সপ্রেসওয়েকে ৮ লেনে উন্নীত করা হবে।

বুধবার উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, ১৮ ডিসেম্বর গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এটিই হবে দেশের মধ্যে বৃহত্তম এক্সপ্রেসওয়ে। প্রায় ৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রসারিত, মেরঠ থেকে প্রয়াগরাজ পর্যন্ত এই ৬ লেনের এক্সপ্রেসওয়েকে ৮ লেনে উন্নীত করা হবে

অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সামুদ্রিক স্বার্থকে রক্ষা করে চলেছে নৌবাহিনী : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতীয় নৌবাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সামুদ্রিক স্বার্থকে রক্ষা করে চলেছে ভারতীয় নৌবাহিনী। কোভিড-পরিস্থিতি, ঘূর্ণিঝড় তকত-এর সময়ে নৌবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। বুধবার মুম্বইয়ে ভারতীয় নৌবাহিনীর ২২ তম মিসাইল ভেসেল স্কোয়াড্রনে প্রেসিডেন্ট স্ট্যান্ডার্ড উপস্থাপন করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।

এদিন রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ’ভারতীয় নৌবাহিনী অত্যন্ত দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে আমাদের বিস্তৃত সামুদ্রিক স্বার্থকে সফলভাবে রক্ষা করছে। বৈশ্বিক বাণিজ্যের একটি বড় অংশ ভারত মহাসাগরের মাধ্যমে পরিবহণ করে। তাই এ অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখা খুবই জরুরি।’ রাষ্ট্রপতির কথায়, ’২২ তম মিসাইল ভেসেল স্কোয়াড্রন বিগত ৫ দশক ধরে একটি অবিচলিত যাত্রা করেছে। আমি এটা জেনে খুশি যে প্রবাল শ্রেণীর জাহাজ ভারতেই তৈরি, এটি আত্মনির্ভর ভারত সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি নৌবাহিনীর প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে।’ রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, ’ভারতীয় নৌবাহিনী কোভিড-১৯ সংকটের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।’

করিমগঞ্জে পুর এলাকার ফুটপাত ব্যবসায়ীদের আত্মনিধির প্রথম ঋণের জন্য আবেদনের অনুরোধ

করিমগঞ্জ (অসম), ৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ শহরের পুর এলাকার ফুটপাতে যাঁরা ক্ষুদ্র ব্যবসা করছেন এবং এখন পর্যন্ত যাঁরা কোনও ধরনের সরকারি সহায়তা পাননি তাঁদেরকে প্রধানমন্ত্রী ফুটপাত ব্যবসায়ী আত্মনিধির আওতায় প্রথম ঋণের জন্য আবেদন করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

করিমগঞ্জ পুরসভার কার্যনির্বাহী আধিকারিক এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়েছেন, করিমগঞ্জ পুর এলাকার পথ ব্যবসায়ীদের প্রধানমন্ত্রী ফুটপাত ব্যবসায়ী আত্মনিধির আওতায় প্রথম ঋণের জন্য অতিসত্বর করিমগঞ্জ পুরসভা কার্যালয়ের এনইউএলএম শাখায় যোগাযোগ করে দরখাস্ত জমা দিতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, প্রথম জফায় ১০ হাজার টাকার ঋণ পরিশোধকারী ব্যবসায়ীরা দ্বিতীয় দফায় ২০ হাজার টাকা এবং তৃতীয় দফায় ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ পাবেন। প্রথম ঋণের জন্য আবেদনকারীদেরকে আধার কার্ড, পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ, মোবাইল ফোনের নম্বর, ব্যাঙ্কের পাসবুক, প্যান কার্ড এবং ভোটার আইডি কার্ড ইত্যাদি নথিপত্র সঙ্গে নিয়ে করিমগঞ্জ পুরসভা কার্যালয়ের এনইউএলএম শাখায় যোগাযোগ করতে হবে।

রাওয়তের বাসভবনে গেলেন রাজনাথ, দুর্ঘটনার খবর ছড়াতেই ভিড় বাড়ির সামনে

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স) : ভারতের প্রথম চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ বা সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়তের বাসভবনে গেলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। বুধবার তামিলনাড়ুর কুন্নুরের গভীর জঙ্গলে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে সেনার হেলিকপ্টার। সেই হেলিকপ্টারেই ছিলেন সস্ত্রীক বিপিন।

সূত্রের খবর, গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান। তাঁর শরীরেব বিভিন্ন অংশ পুড়ে গিয়েছে। এছাড়াও রয়েছে অন্যান্য আঘাত। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে বলা হয়েছে, বিপিন রাওয়াতের শরীরের ৯০ ভাগ পুড়ে গিয়েছে। প্রাণ বিপন্ন বিপিনের স্ত্রী মধুলিকারও। এই খবর পাওয়ার পরেই দিল্লিতে রাওয়তের বাসভবনে পৌঁছয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কনভয়। সেখানে রাওয়তের পরিজনদের সঙ্গে দেখা করেন রাজনাথ। দুর্ঘটনার খবর দেন।

প্রসঙ্গত, বুধবার সকালে দুপুর ১২টা ৪০ মিনিট নাগাদ কুন্নুরে গভীর জঙ্গলের উপর ভেঙে পড়ে সেনার এমআই- ১৭ কপ্টারটি। ভেঙে পড়ার পরেই হেলিকপ্টারে আগুন ধরে যায়।

ব্রিটেনে ওমিক্রনে আক্রান্ত শতাধিক

লন্ডন, ৮ নভেম্বর (হি. স.) : বর্তমানে ব্রিটেনে বেশি সংখ্যায় করোনার ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের খবর সামনে এসেছে। তার সঙ্গেইপাল্লা দিয়ে বাড়ছে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা। এমনই জানাচ্ছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন।

ব্রিটেনে এখনও পর্যন্ত ১০১ জন ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন বলে খবর। সেখানে এ নিয়ে মোট ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪৩৭। তবে করোনার এই নয়া স্ট্রেনের ব্যাপকতর প্রভাব সম্পর্কে এখনই কোনও সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর দফতরের মুখপাত্র। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

দুর্ঘটনা রুখতে করিমগঞ্জে যানবাহন বিধি কঠোরভাবে বলবৎ করতে বিশেষ সচেতনতা অভিযান

করিমগঞ্জ (অসম), ৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার ভারপ্রাপ্ত পরিবহণ আধিকারিক জেলার এনফোর্সমেণ্ট উইংকে জেলায় যানবাহন আইন ও নিয়ম কঠোরভাবে বলবৎ করতে এবং চলতি মাস ব্যাপী বিশেষ সচেতনতা চালাতে জরুরি নির্দেশ দিয়েছেন।

নির্দিশিকায় ভারপ্রাপ্ত পরিবহণ আধিকারিক বলেছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর শপথকে বাস্তবায়িত করতে, যাতে ৩১ ডিসেম্বর জেলায় একটি দুর্ঘটনার মামলাও দায়ের না হয়, তা সুনিশ্চিত করতে পরিবহন বিভাগের পক্ষ থেকে এই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, বিশেষ এই অভিযান ৯ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার থেকে করিমগঞ্জ জেলায় চালানো হবে। এতে ভারপ্রাপ্ত জেলা পরিবহণ আধিকারিক সর্বসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

সুখোই থেকে ব্রাহ্মোস মিসাইলের উৎক্ষেপণ, ডিআরডিও জানাল বড় মাইলফলক

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): ব্রাহ্মোস মিসাইলের প্রগতিতে বড়সড় মাইলফলকে পৌঁছল ভারত। বুধবার ওডিশা উপকূলের চাঁদিপুরে, ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জ থেকে ব্রাহ্মোস সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইলের এয়ার সংস্করণের সফল উৎক্ষেপণ করল ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও)। সুপারসনিক যুদ্ধবিমান সুখোই ৩০ এমকে-১ থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় ব্রাহ্মোস সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইলের এয়ার সংস্করণকে। ডিআরডিও জানিয়েছেন, এই উৎক্ষেপণ ব্রাহ্মোস মিসাইলের প্রগতিতে বড়সড় মাইলফলক। রামজেট ইঞ্জিনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, মুখ্য এয়ারফ্রেম সমাবেশগুলি ভারতীয় ইন্ডাস্ট্রি দ্বারা দেশীয়ভাবে তৈরি করা হয়েছে। এই উৎক্ষেপণের পর ডিআরডিও-র মুকুটেও নতুন পালকের সংযোজন হল।

গত দুইদিনের বৃষ্টিতে আমন ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কৃষক ক্ষেতে ধান সংগ্রহে ব্যস্ত। বুধবার তোলা নিজস্ব ছবি।

রাণীরবাজার পুর পরিষদের নব নির্বাচিত সদস্যরা শপথ নিলেন, অপর্ণা শুক্লদাস চেয়ারপার্সন নির্বাচিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। আজ সকালে রাণীরবাজারস্থিত গীতা'লী হলে রাণীরবাজার পুর পরিষদের নব নির্বাচিত সদস্য ও সদস্যাদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গল প্রদীপ জালিয়ে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তথ্য ও সংস্ক'তি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। নির্বাচিত ১৩ জন সদস্য ও সদস্যাদের শপথ বাক্য পাঠ করান জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক জীবন ক'ষ্ণ আচার্য। নব নির্বাচিত সদস্য হিসেবে শপথ নেন অপর্ণা শুক্লদাস, সুদিপ্তা দেবনাথ, অনজিতা সাহা, শঙ্কর চৌধুরী, খুকু দেবনাথ, গৌতম মজমদার, রিঙ্কু শীল (ভৌমিক), নমিতা দাস, নিপেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী, স্বপা রাণী দাস, প্রবীর কুমার দাস, সুদর্শন দেবনাথ এবং রিঙ্কু দেবনাথ (ভৌমিক)। এর পর নব নির্বাচিত সদস্য ও সদস্যাগণ এক সভায় অপর্ণা শুক্লদাসকে চেয়ারপার্সন ও প্রবীর কুমার দাসকে ভাইস চেয়ারপার্সন হিসাবে নির্বাচিত করেন। গৌতম মজমদার, সুদর্শন দেবনাথ, রিঙ্কু দেবনাথ (ভৌমিক) ও অনজিতা সাহা চেয়ারপার্সন ইন কাউন্সিলার হিসাবে নির্বাচিত হন। চেয়ারপার্সন ও ভাইস চেয়ারপার্সনকে শপথবাক্য পাঠ করান পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা দেবপ্রিয় বর্দ্ধন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ম' দাস, ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, সমাজসেবী অমিতা বণিক, সমাজসেবী মিহির সরকার, সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন এলাকার বিশিষ্ট শিল্পী গৌর দাস।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্ক'তি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী নব নির্বাচিত সদস্য সদস্যাদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, উন্নয়নের জন্য জনতার পুর পরিষদ আজ জনতার হাতে তুলে দেওয়া হল। তিনি আশা প্রকাশ করেন নাগরিক পরিষেবা উন্নত করতে রাণীরবাজার পুর পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ, পানীয়জল, রাস্তাঘাট প্রভ'তি ক্ষেত্রে আরও বেশী করে কাজ করতে হবে। সবাই মিলে কাজ করে রাণীরবাজার পুর পরিষদকে রাজ্যের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ পুর পরিষদে পরিণত করতে হবে।

টেস্ট বাড়তেই সংক্রমণ ঊর্ধমুখী, করোনার প্রকোপ কমছেই না ভারতে

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে ফের একধাক্কায় অনেকটাই বাড়ল দৈনিক করোনা-সংক্রমণ, নমুনা পরীক্ষা বাড়তেই দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যাও বেড়েছে। তবে, শেষ ২৪ ঘন্টায় নিম্নমুখী করোনায় মৃত্যু। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮ হাজার ৪৩৯ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ১৯৫ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৯,৫২৫ জন, ভারতে সুস্থতার হার এই মুহূর্তে ৯৮.৩৬ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৯,৩৭,৩৩-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ১,২৮১ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮,৪৩৯ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.২৭ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৭৩ লক্ষ ৬২ হাজার ০০০ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,২৯,৫৪,১৯,৯৭৫ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৯৫ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৭৩,৯৫২ জন (১.৩৭ শতাংশ)। করোনার প্রকোপের মধ্যেই সুস্থতা খানিকটা স্বস্তি দিচ্ছে, মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৯,৫২৫ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৪০,৮৯,১৩৭ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৩৬ শতাংশ।

ভারতে ১২৯.৫৪-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৭৩ লক্ষ ৬২ হাজারের বেশি প্রাপক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১, ২৯,৫৪,১৯,৯৭৫ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৭৩ লক্ষ ৬২ হাজার ০০০ জনকে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কলেজ ছাত্রীদের ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ ডিসেম্বর।। সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে কলেজ ছাত্রীদের ছোট গাড়ি ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। বুধবার সোনামুড়া কবি নজরুল মহাবিদ্যালয়ের ৯৫ জন ছাত্রীদের নিয়ে শুরু হয় ডাইভিং প্রশিক্ষণ শিবির। ৪৫ দিন ধরে চলবে এই শিবির। স্কুটি এবং ছোট গাড়ি চালানোর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে প্রশিক্ষণ শিবিরে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি, অতিরিক্ত জেলা শাসক জে ভানুলাল ধ্যুতি, জেলা সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা আধিকারিক ডঃ চন্দ্রানী বিশ্বাস, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ের সার্ভিলেন্স অফিসার ডঃ অন্তরা ভৌমিক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি বলেন মেয়েদের সেল্ফ কনফিডেন্স বাড়ানোর জন্য এই প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন। এছাড়া বাল্যবিবাহ রোধ করার লক্ষ্যে কবি নজরুল মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের এগিয়ে আসার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। প্রশিক্ষণ শিবিরকে কেন্দ্র করে ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল লক্ষনীয়।

বিশালগড় প্রেসক্লাবের উদ্যোগে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ ডিসেম্বর।। বুধবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় বিশালগড় প্রেসক্লাবের উদ্যোগে আকস্মিক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত।উনার মৃত্যুতে সারাদেশ শোকস্তব্ধ। ভারতবর্ষের সৈন্যকে মজবুত করার পেছনে উনার অবদান অপরিসীম। উনার নেতৃত্বে ভারত বর্ষ প্রতিবেশী দেশের সাথে সেনাদের অবস্থান অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছেনউনার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী শোক জানিয়েছেন। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেন। দেশের এই বীর সেনার মৃত্যুতে বিশালগড় প্রেসক্লাবের উদ্যোগে স্মরণসভার আয়োজন করে। স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় প্রেসক্লাবের সম্পাদক তাজুল ইসলাম, প্রেসক্লাবের সহ-সম্পাদক খোকন ঘোষ, বিশালগড় প্রেসক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ, বিশালগড় প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি সমীর ভৌমিক, সিপাহীজলা জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি উদয়ন চৌধুরী, বিশালগড় প্রেসক্লাবের সদস্য হারাধন দেবনাথ, অজয় পাল, অলোক চৌধুরী, এছাড়াও ছিলেন অমিত চৌধুরী, এবং অন্যান্য সদস্যরা। আজ প্রথমে উনার প্রতিকৃতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন প্রেস ক্লাবের সদস্যরা। এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। আলোচনা করেন বিশালগড় প্রেসক্লাবের সম্পাদক তাজুল ইসলাম ,-সভাপতি ভবতোষ ঘোষ।

উদার মানসিকতার পরিচয় দিলেন ডঃ সুশান্ত বনিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৮ ডিসেম্বর।। তামিলনাড়ুতে কর্মরত ত্রিপুরার এই এক যুবক ডঃ সুশান্ত বণিক আবার ও পরিচয় দিলেন তার উদার মানসিকতার। বর্তমান সময়ে কেমন আছেন বৃদ্ধাশ্রমের মায়েরা, কিভাবে কাটাচ্ছেন তারা তাদের দিনগুলি সেগুলি দেখতেই চেন্নাইয়ের টি নগর স্থীত একটি বৃদ্ধাশ্রমে যান তার সহকারীদের নীয়ে। সেখানে গিয়ে পুরোদিন কাটালেন বৃদ্ধ মায়েদের সাথে। ডঃ সুশান্ত বণিককে কোভিড ১৯ এর সময় ও তামিলনাড়ুতে বন্যার সময় দেখা গেছে বিপর্যয় মোকাবিলার কাজেযোগদানদিতে। এছাড়াও দেখা গেছে বিভিন্ন রকমের সামাজিক কাজে। ডঃ বণিক জানিয়েছেন মানুষের কাজেই তিনি সব সময় নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চান। এছাড়াও তিনি সমাজের সকল অংশের মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন নিজের সাধ্য মতো যাতে সকলে সকলের সাহায্য এর হাত বাড়িয়েদেয় সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্যে।

দূর্ঘটনা সেনা সর্বাধিনানয়ক সহ তের জন, শোক প্রকাশ বিজেপি ও সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। চীফ অফ ডিফেন্স স্টাফ(সিডিএস) বিপিন রাওয়াত এবং উনার সহধর্মিণী মাধুলিকা রাওয়াত সহ তেরজন সেনা আধিকারিক তামিলনাড়ুর কুন্নুরে নীলগিরির জঙ্গলে এক মর্মান্তিক হ্যালিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। প্রদেশ সভাপতি প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা এই মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় গভীরভাবে ব্যথিত হয়েছেন। শোক সন্তপ্ত পরিবার এবং তাঁদের আত্মীয় পরিজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন এবং তাঁদের সকলের পাশে থাকার কথা বলেছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন ভারত মাতার সুসন্তান বিপিন রাওয়াতজীর মৃত্যু দেশের অপূরনীয় ক্ষতি।

এদিকে, সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মন্ডলির তরফ থেকে এই দূর্ঘটনায় প্রায়ত সেনা অধিনায়ক সহ সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। শোক প্রকাশ করা হয়েছে। সেই সাথে শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে।

বৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি গুচ্ছ দাবী জানাল এআইকেকেএমএস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। রাজ্যে কয়েকদিন একটানা রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিতে সমস্ত কৃষিজমি জলমগ্ন হয়ে যায়। এখনও আমন ধান কাটা ও মাড়াই সম্পন্ন হয়নি। ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তাই অল ইন্ডিয়া কিষাণ ক্ষেত মজদুর সংস্থান এর ত্রিপুরা শাখার তরফ থেকে দাবী জানানো হয়েছে, অবিলম্বে রাজ্যে কৃষি ব্যবস্থায় বিপর্যয় হিসাবে ঘোষণা করতে হবে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কৃষকদের ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। পরবর্তী চাষের জন্য বিনা সুদে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বিনামূল্যে বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ করতে হবে। সকল প্রকার কৃষি ঋণ মুকুব করতে হবে।

উত্তর প্রদেশে লাল টুপি আসলে পরিবর্তনের রঙ : অখিলেশ যাদব

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশে "লাল টুপি" আসলে পরিবর্তনের রঙ। বললেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। একইসঙ্গে বিজেপিকে আক্রমণ করে অখিলেশ বলেছেন, উত্তর প্রদেশ পরিবর্তন চাইছে। বিজেপির দেওয়া প্রতিশ্রুতি নিছক "জুমলা", তাঁরা লাগাতার মিথ্যে কথা বলছে। মঙ্গলবার উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরের জনসভা থেকে সমাজবাদী পার্টিকে নানাভাবে খোঁচা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সপা-র লাল টুপি নিয়েও কটাক্ষ করেন মোদী। বুধবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি সপা প্রধান।

এদিন "লাল টুপি"-কে পরিবর্তনের রঙ আখ্যা দিয়ে অখিলেশ যাদব বলেছেন, 'উত্তর প্রদেশ পরিবর্তন চাইছে। বিজেপির দেওয়া প্রতিশ্রুতি নিছক "জুমলা", তাঁরা লাগাতার মিথ্যে কথা বলছে। তাঁরা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। বলুন তাঁরা কী কোনও প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে? কৃষকদের আয় কী দ্বিগুন হয়েছে? যুবসমাজ কী চাকরি পেয়েছে?' অখিলেশ যাদব আরও বলেন, 'যাঁরা সরকারি সম্পত্তি বিক্রি করে তাঁরাই লাল রঙ নিয়ে বিরক্ত হয়। এটি এমন একটি সরকার যে সরকার শুধু বিক্রি করে। এতদিন "জুমলা" সরকার ছিল, এখন "বেচু" সরকারে পরিণত হয়েছে।

সরকার সমস্ত দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত কৃষক আন্দোলন চলবে : গুরনাম চারুনি

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): আপাতত আন্দোলনে ইতি টানছেন না দেশের অন্নদাতারা। যতক্ষণ না পর্যন্ত কৃষকদের সমস্ত দাবি মেনে না নিচ্ছে সরকার, ততক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। জানিয়ে দিলেন কৃষক নেতা গুরনাম সিং চারুনি। তাঁর মতে, আমাদের আন্দোলন এখন প্রত্যাহার করলে আমাদেরই সমস্যা হবে। মামলা প্রত্যাহারের জন্য সরকারের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষণা করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন চারুনি।

সংসদে কৃষি আইন প্রত্যাহারের পরেও একাধিক দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন কৃষকরা। শোনা যাচ্ছিল, কেন্দ্রের তরফে দাবি পূরণের বার্তা দেওয়ায় বুধবারই আন্দোলনে ইতি টানতেন কৃষকরা। বুধবার সকালেই আন্দোলনকারী কৃষকদের যৌথ মঞ্চ 'সংযুক্ত কিসান মোর্চা'-র ৫ সদস্যের কমিটি বৈঠকে বসে। সূত্রের খবর, ওই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আপাতত আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে না। কৃষক নেতা গুরনাম সিং চারুনি জানিয়েছেন, 'সরকার আমাদের সমস্ত দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত কৃষকদের আন্দোলন চলবে... আমরা আমাদের আন্দোলন প্রত্যাহার করলে আমাদের জন্যই সমস্যা হবে, কিন্তু তাঁরা মামলা প্রত্যাহার করবে না। মামলা প্রত্যাহারের জন্য সরকারের একটি সময়সীমা ঘোষণা করা উচিত।'

সূত্রের খবর, কেন্দ্রের তরফে ইতিমধ্যেই আন্দোলনকারী কৃষকদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার, মৃত কৃষক পরিবারগুলিকে আর্থিক সাহায্যে দেওয়ার মতো একাধিক দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। অন্য দাবিগুলি নিয়েও আলোচনায় রাজি হয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। কেন্দ্র বিভিন্ন দাবি মেনে নিলেও, এখনই আন্দোলন প্রত্যাহার করছেন না অন্নদাতারা।

কৃষক ও সাধারণ মানুষের প্রতি অসংবেদনশীল মোদী সরকার : সোনিয়া গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। বললেন, কৃষক ও সাধারণ মানুষের প্রতি অসংবেদনশীল মোদী সরকার। কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে বুধবার সকালে সংসদের সেন্ট্রাল হলে বৈঠকে বসে কংগ্রেসের সংসদীয় দল। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে, অধীর রঞ্জন চৌধুরী, আনন্দ শর্মা, কে সি বেণুগোপাল প্রমুখ।

এদিনের বৈঠকে কৃষক আন্দোলনের সময় কৃষকদের মৃত্যু, রাজ্যসভার ১২ জন সাংসদকে সাসপেনশন-সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে টুইট করে জানানো হয়েছে, সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে জনস্বার্থে সংসদে আওয়াজ তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কংগ্রেস। এদিনের বৈঠকে সোনিয়া গান্ধী বলেছেন, 'আন্দোলনের সময় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করা ৭০০ জন কৃষককে আসুন আমরা শ্রদ্ধা জানাই। কৃষক ও সাধারণ মানুষের প্রতি অসংবেদনশীল মোদী সরকার। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি প্রতিটি পরিবারের মাসিক বাজেট আগুন ধরাচ্ছে।'

কংগ্রেসের সংসদীয় দলের বৈঠকে সোনিয়া গান্ধী আরও বলেছেন, আমরা সীমান্ত ইস্যুতে সংসদে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার দাবি জানাচ্ছি।' ১২ জন সাংসদকে সাসপেনশনের নিন্দা করে সোনিয়া গান্ধী বলেছেন, 'নজিরবিহীন ও অগ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত। আমরা ১২ জন সাংসদের পাশে রয়েছি।'

সেনা সর্বাধিনায়ক

● প্রথম পাতার পর

স্কুলে পড়াশোনা শেষ করে তিনি যান পুণেয়। খড়কভাসলার ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে। এর পর দেহরাদূনে ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ শেষে ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে যোগ দেন সেনার ১১ গোর্খা রাইফেলস ব্যাটালিয়নে।

দীর্ঘ কর্মজীবনের বড় অংশ জম্মু ও কাশ্মীরে কাটিয়েছেন রাওয়াত। সোপোরে সন্ত্রাসদমন অভিযান থেকে রজৌরির নিয়ন্ত্রণরেখায় পাক হামলা প্রতিরোধে নেতৃত্ব দিয়েছেন সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে। পেয়েছেন উত্তম যুদ্ধ সেবা মেডেল, পরম বিশিষ্ট সেবা মেডেল-সহ একাধিক সেনা-সম্মাননা।

আফ্রিকার কঙ্গোয় রাষ্ট্রপুঞ্জের শান্তিসেনার একটি ব্রিগেডের নেতৃত্বে ছিলেন তিনি। মেজর জেনারেল হিসেবে ১৮ নম্বর পদাতিক ডিভিশনের কমান্ডিং অফিসারের লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদে উত্তীর্ণ হওয়ার পর রাওয়াত নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে সেনার ৩ নম্বর কোরের কমান্ডারের দায়িত্ব পান। এর পর হন পুণেয় দক্ষিণাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডের প্রধান। ২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন। প্রসঙ্গত, সেনাপ্রধান পদে রাওয়তের পূর্বসূরি জেনারেল দলবীর সিং সুহাগ ২০১৪-র আগস্টে দায়িত্ব নিলেও তাঁর নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছিল মনমোহন সিং সরকারের জমানায়। ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর স্থলসেনা প্রধানের অবসর নেওয়ার কথা ছিল রাওয়তের। তাঁর এক দিন আগে দেশের প্রথম সেনা সর্বাধিনায়ক পদে তাঁকে নিযুক্ত করে মোদী সরকার।

বিরূপ আবহাওয়া নাকি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দুর্ঘটনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বায়ুসেনার তরফে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত জানা যাচ্ছে, চপারটিতে ১৪ ছিলেন। এর মধ্যে ৯ জনের একটি তালিকা সরকারি ভাবে পাওয়া গিয়েছে। দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটার পর আহত সেনাকর্তাদের উদ্ধার করা হয়েছে। নীলগিরির কালেক্টর জানিয়েছেন, কপ্টার দুর্ঘটনায় ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এই দুর্ঘটনা নিয়ে বৃহস্পতিবার সংসদে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেবেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তবে সিডিএস ও তার স্ত্রী মধুলিকার বিষয়ে আনুষ্ঠানিক তথ্য এখনও দেওয়া হয়নি। ভারতীয় সেনার সর্বাধিনায়ক চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াতের চিকিৎসায় ৬ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসরকের একটি টিম গঠন করা হয়েছে। বুধবার বেলা পৌনে ১টা নাগাদ কুন্নুরে সেনা চপার ভেঙে পড়লে গুরুতর জখম হন সিডিএস বিপিন রাওয়াত। এমআই ১৭ ভি ফাইভ সিরিজের চপারটিতে আগুন ধরে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সেনার সর্বাধিনায়ককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরেই বিশেষজ্ঞ মেডিক্যাল টিম গঠন করা হয়।

শীঘ্রই রাজ্যে শীত জাঁকিয়ে পড়বে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। অচিরেই রাজ্যে জাঁকিয়ে পড়বে শীত। বুধবার সকাল থেকেই শীতের আগমনী বার্তা পরিলক্ষিত হয়েছে গোটা রাজ্য জুড়ে। ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে থাকতে দেখা গেছে রাজধানী আগরতলা শহরের রাস্তাঘাট।বৃষ্টি শেষ হতে না হতেই রাজধানী আগরতলা শহর ঘন কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন। মেঘলা আকাশ। কুয়াশায় চারিদিক ঘেরা। রাস্তাঘাটও অন্যান্য দিনের তুলনায় নীরব। সাধারণ জনগণকেও অন্যান্য দিনের তুলনায় ঠান্ডা এবং কুয়াশার কারণে খুব কম দেখা যায়। প্রাতঃভ্রমণ কারীরা জানান আকাশে মেঘ কেটে যাওয়ায় খানিকটা ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে। মেঘ কেটে যাওয়ার পাশাপাশি কুয়াশার চাদরে ঢেকে গেছে ওটা রাজধানী আগরতলা শহরের রাস্তাঘাট। সকালে যে সব ছোটখাটো যানবাহন বের হয়েছে রাস্তায় সেগুলো আলো জ্বালিয়ে চলাচল করেছে। প্রাতঃভ্রমণকারী অনেকেরই বক্তব্য অন্যান্য বছরের তুলনায় এই সময়ে শীত অনেকটাই কম। তবে ঘন কুয়াশা জানান দিচ্ছে অচিরেই শীত জাঁকিয়ে পড়বে। শীতের আনন্দ উপভোগ করতে অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন রাজ্যের মানুষজন। মেঘ কেটে গিয়ে ঝাপিয়ে পড়তে শুরু করেছে রাজধানী আগরতলা শহরসহ রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গেছে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকেই রাজ্যে প্রচন্ড শীত অনুভূত হবে।

সাকাইবাড়িতে

● আটের পাতার পর

আবারও নেশা বাণিজ্যের সাথে জড়িয়ে পড়ছে তার ই জলজ্যান্ত উদাহরণ দেখা গেল আজ। পূর্বেও এই একই গাড়ি সহ মহিম উদ্দিন কে গ্রফতার করেছিল পুলিশ।জানা গেছে আজ ধর্মনগর কালী দিঘির পাড়ে সকাল ১১টা নাগাদ রাস্তার প্রায় মধ্যে রাখা একটি গাড়ি কারনে ট্রাফিক জ্যাম হচ্ছিল তাই ধর্মনগর ট্রাফিক দপ্তরে কর্মরত ইনস্পেক্টর পঙ্কজ দেব নাথ গাড়ি চালকের সাথে কথা বলতে গেলে গাড়ি রেখে দৌরে পালিয়ে জায় গাড়ি চালক তাতে সন্দেহ হয় ট্রাফিক ইন্সপেক্টরের। খবর দেওয়া হয় ধর্মনগর থানায়। পুলিশ এসে গাড়িতে তল্লাশি করতেই গাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসে ব্রাউন সুগারের কৌটো। গাড়ি পাশে দাঁড়িয়েছিল মহিম উদ্দিন নামের এক যুবক , পুলিশের সন্দেহ হয় গাড়ির সাথে মহিম উদ্দিনের সম্পর্ক রয়েছে তাই মহিম উদ্দিন কে জিজ্ঞাসা করা হলে মহিম জানায় গাড়িটি তার। গাড়ি চালক দুলু মিয়া মহিমের কাছ থেকে সকালে গাড়িটি নিয়ে বের হয়েছিল। পুলিশের সন্দেহ হয় মহিম জড়িত রয়েছে দুলু মিয়ার সাথে, তাই গাড়ি সহ মহিম উদ্দিনকেও পুলিশ আটক করে ধর্মনগর থানায় নিয়ে গেছে। এখন দেখার ধর্মনগর থানার পুলিশ পলাতক গাড়িচালক দুলু মিয়াকে আটক করতে সক্ষম হয় কি না। এবং ধৃত মহিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্তা গ্রহন করে পুলিশ।

বিশালগড়

● আটের পাতার পর

চক্রবর্তী, ৮ নং ওয়ার্ড থেকে মাম্পি দাস সাহা, ৯ নং ওয়ার্ড থেকে অঞ্জন পুরকায়স্থ, ১০ নং ওয়ার্ড থেকে লক্ষ্মী রানী সাহা, ১১ নং ওয়ার্ড থেকে রতন দেব, ১২ নং ওয়ার্ড থেকে রমা রানী সাহা, ১৩ নং ওয়ার্ড থেকে ব্রজগোপাল দেবনাথ, ১৪ নং ওয়ার্ড থেকে রিমি ঘোষ, ১৫ নং ওয়ার্ড থেকে সুশান্ত দেব, বিশালগড় পৌর পরিষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে খাদি বোর্ড চেয়ারম্যান রাজিব ভট্টাচার্য সকলের কাছে আবেদন রাখেন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানানোর লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের যে স্বপ্ন সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। এছাড়া আলোচনা করেন টিআইডিসি চেয়ারম্যান টিংকু রায়, সমাজসেবী নবাদল বণিক, টি বোর্ডের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা। এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিশালগড় পৌর পরিষদের ১৫ জন কাউন্সিলর শপথ নিলেন বিশালগড় টাউনহলে।

অভিযোগ

● আটের পাতার পর

দুই যুবকের দূর অভিসন্দী বুঝতে পেরে বুদ্ধিমতার পরিচয় দিয়ে এক স্কুল ছাত্রী পালিয়ে এসে আত্মীয়ের বাড়িতে উঠে এবং সব ঘটনা খুলে বলে।পরে ধৃত দুই যুবকের সাথে অপর ছাত্রকেও উদ্ধার করে পুলিশ। এই ব্যাপারে ধর্মনগর মহিলা থানাতে একটি মামলা হয় যার কেইস নম্বর হল ৪৫/২০২১আন্ডার সেকসান ৩৬৬ এ /৩৬৩/৩৭৬/৫০৬ আই পি সি। বর্তমান ধৃতরা জেল হাজতে রয়েছে।

গৃহবধূকে

● প্রথম পাতার পর

ধর্ষণ করে টেপানিয়া ইকো পার্ক এলাকায় ফেলে দিয়ে যায় ধর্ষণকারীরা। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কিল্লা জলেমার বাসিন্দা স্বামী স্ত্রী পতিছড়ি মেলা থেকে ভোর রাত্রিবেলায় বাইকে করে বাড়ি ফেরার সময় উদয়পুর টেপানিয়া এলাকায় আসতেই তাদের পেছনে থাকা একটি অলটো গাড়ি করে আসা তিন জন মিলে প্রথমে তাদের বাইকে ধাক্কা মারে।তৎক্ষনাত তার স্ত্রী বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যায়।

স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়েছিল স্বামী।তখনই স্বামীকে এলোপাথারী মেরে রাস্তায় ফেলে দিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে যায় দুস্কৃতিকারীর দল ন এমনটাই অভিযোগ করেছেন স্বামী ন পরবর্তী সময় রাধাকিশোর পুর থানায় অভিযোগ জানালে পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামে। প্রথমে টেপানিয়া এলাকার গ্যাস গোডাউন রোড এলাকা থেকে তার স্ত্রীকে উদ্ধার করে পুলিশ। আক্রান্ত ও ধর্ষিতা মহিলাকে উদয়পুর মহিলা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে সোনামুড়া থেকে পুলিশের আপ্রাণ চেষ্টায় তিন দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তার করতে পারলেও মূল অভিযুক্তকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

রাব্বান আলী, সাদ্দাম হোসেন, তাজুর ইসলাম নামে এই তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অভিযুক্তদের আদালতে তুলে রিমান্ডে নেওয়া হয়।অন্যদিকে শনিবার সোনামুড়া মহকুমা পুলিশ অধিকারীর বনোজ বিপ্লব দাস এবং ওসি নন্দন দাস এর নেতৃত্বে গোপন সূত্রের খবরের মাধ্যমে মূল অভিযুক্ত শামিমান হোসেন ওরফে নয়নকে গ্রেফতার করে ভোলামুড়া এলাকা থেকে। তার বাড়ি সোনামুড়া থানাধীন রাঙ্গামাটিয়া।, রাতেই অভিযুক্তকে রাধাকিশোর পুর থানার পুলিশ এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। জানা যায়,তারা শুধু কিডন্যাপ নয়, গরু চুরি থেকে শুরু করে রাজ্যের অনেক জায়গার বাইক চুরি, স্বর্ণের চেইন ছিনতাই, বাড়ি লুটপাটসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

এই তিন মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সকলকে কাজ করতে হবে। কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সকলের জন্য ত্রাতা হয়ে আসবেন না। মুখ্যমন্ত্রী এ-বিষয়ে প্রদেশ বিজেপি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, প্রত্যেক কার্যকর্তার নিয়মিত ভিত্তিতে পাঠ দিন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা বলেন, গণতন্ত্রে মানুষই শেষ কথা বলে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ চায় শান্তি, সম্প্রীতি ও উন্নতি। মানুষ সব-কা সাথ, সব-কা বিশ্বাস এই নীতিতেই বিশ্বাসী। তিনি বলেন, এখন রাজ্যের নতুন সংস্কৃতি হচ্ছে উন্নয়নের সংস্কৃতি। উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে অর্থের কোনও অভাব নেই। আগেও ছিল না। কিন্তু ছিল সদিচ্ছার অভাব। উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা অতিমারীর সময়ও রাজ্য সরকার সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে রাজ্যবাসীর কল্যাণে কাজ করেছে।

অনুষ্ঠানে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডা. মানিক সাহা বলেন, সন্ত্রাসে বিশ্বাসী নয় বিজেপি। প্রেম-ভালোবাসার মাধ্যমে এগিয়ে যাব আমরা।

আত্মসমর্পণ

● প্রথম পাতার পর

এবং সরুজ দেববর্মা গত ৩ অগাস্ট ৬৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের আরসি নাথ বিওপির জওয়ান এসআই ভুরু সিং এবং কনস্টেবল রাজ কুমারকে সীমান্তে টহল দেওয়ার সময় খুন করে অস্ত্র হাতিয়ে পালিয়েছিল। তাই আজ আত্মসমর্পণের পর সুকুচন্দ্র দেববর্মাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেবে।

াঙ্গন

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের জন্য কোহলীদের টেস্ট দল ঘোষিত

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স) : আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের জন্য ভারতের টেস্ট দল ঘোষণা করা হল। প্রত্যাশামতোই এই সিরিজে ফিরলেন ঋষভ পন্থ, মহম্মদ শামি, যশপ্রীত বুমরারা। তবে বাদ গিয়েছেন একাধিক বড় নাম, যাঁরা নিউজিল্যান্ড সিরিজে খেলেছেন। শুধু তাই নয়, টেস্ট দল থেকে সহ-অধিনায়কত্বের তকমা কাড়া হল রাহাণের থেকে। এখন টেস্ট দলের নতুন সহ-অধিনায়ক রোহিত শর্মা। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের টেস্ট দল নির্বাচনে খারাপ ছন্দে থাকলেও আরও এক বার পুজারা, রাহাণেকে সুযোগ দেওয়ার পথেই হাঁটল দল পরিচালন সমিতি। শুধু তাই নয়, সুযোগ পেলেন ইশান্ত শর্মাও। নিউজিল্যান্ড সিরিজে যাঁর নির্বিষ বোলিং নিয়ে উঠেছিল প্রশ্ন। তবে জোরে বোলিং বিভাগে শামি, উমেশ, বুমরার পাশাপাশি মহম্মদ সিরাজ এবং শার্দূল ঠাকুর থাকায় প্রথম একাদশে ইশান্তের জায়গা হওয়া নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা সফর থেকে বাদ গেল একাধিক নাম। রবীন্দ্র জাডেজা, শুভমন গিল, অক্ষর পটেল এবং রাহুল চাহারকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যদিও সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তাঁরা 'চোট' পেয়েছেন এবং রিহ্যাবে রয়েছেন। প্রোটিয়া সফরে সেঞ্চুরিয়ন এবং জোহানেসবার্গে গতিশীল উইকেট হওয়ার সম্ভাবনা। ফলে প্রত্যাশামতোই জোরে বোলিং বিভাগ শক্তিশালী করতে চেয়েছেন নির্বাচকরা। প্রতিষ্ঠিত স্পিনার বলতে রবিচন্দ্রন অশ্বিন রয়েছেন। এ ছাড়া পার্ট-টাইম স্পিনার জয়ন্ত যাদবও থাকছেন।

পুরো দল: কোহলী (অধিনায়ক), রোহিত (সহ-অধিনায়ক), রাহুল, ময়াঙ্ক, পুজারা, রহাণে, শ্রেয়স, হনুমা, পন্থ, ঋদ্ধিমান, অশ্বিন, জয়ন্ত, ইশান্ত, শামি, বুমরা, উমেশ, শার্দূল এবং সিরাজ।

স্ট্যান্ডবাই ক্রিকেটার: নবদীপ সাইনি, সৌরভ কুমার, দীপক চাহার, অর্জন নাগওয়াসওয়ালা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জোড়া গোল মেসির টপকে গেলেন কিংবদন্তি পেলেকে

প্যারিস, ৮ ডিসেম্বর (হি.স) : লিওনেল মেসির মুকুটে এবার জুড়ল আরও একটি পালক। কিংবদন্তি পেলেকে টপকে নয়া রেকর্ডের মালিক হয়ে গেলেন এলএম টেন। ক্লাব এবং দেশের জার্সিতে ৭৫৭টি গোলের মালিক হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বকালের সফলতম ফুটবলারের তকমা পেয়েছিলেন পেলে। গোলের নিরিখে এবার সেই ফুটবলের জাদুকরকেই পিছনে ফেললেন মেসি। মঙ্গলবার প্যারিস সাঁ জাঁর জার্সি গায়ে ফুটবল কেরিয়ারের ৭৫৮ তম গোলটি করে ফেললেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার। আর তাতেই সবচেয়ে বেশি গোলদাতাদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলেন তিনি। সাতবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী মহাতারকা ক্লাবের হয়ে ৬৭৮টি এবং দেশের জার্সিতে ৮০টি গোল করে ফেললেন। এর মধ্যে মেসির সবচেয়ে বেশি গোল রয়েছে

বার্সেলোনার হয়ে। আগেই বিশ্বখ্যাত ও রেইয়ের রেকর্ড টপকে দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক গোলের মালিক হয়েছিলেন মেসি। আর এবার ছাপিয়ে গেলেন পেলেকে।

মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ ম্যাচে ক্লাব ব্রুজকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দেয় পিএসজি। জোড়া গোলে প্রথমে দলকে এগিয়ে দেন কিলিয়ান এমবাপে। দু'টি গোল আসে মেসির পা থাকে। নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন পেনাল্টি থেকে। চলতি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এটাই মেসির পঞ্চম গোল।

টি-২০-র পর একদিনের ক্রিকেটেও নেতৃত্ব গেল বিরাটের, নতুন নেতা রোহিত

মুম্বই, ৮ ডিসেম্বর (হি.স) : জল্পনার অবসান ঘটল। একদিনের ক্রিকেটের অধিনায়কত্ব ছাড়লেন বিরাট কোহলি। নতুন অধিনায়ক করা হল রোহিত শর্মাকে। বুধবার টুইট করে এ খবর সরকারি ভাবে জানিয়ে দিয়েছে বিসিসিআই। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে একদিনের সিরিজে অধিনায়ক হতে চলেছেন রোহিতই। শুধু তাই নয়, আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে টেস্ট দলেরও সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে রোহিতকে।

কোহলি যেদিন থেকে টি-২০ ফরম্যাটের অধিনায়কত্ব ছেড়েছিলেন, সেদিন থেকেই জল্পনা শুরু হয়ে যায় যে একদিনের ক্রিকেটেও তাঁকে হয়তো আর অধিনায়ক রাখা হবে না। কোহলি যদিও নিজের মুখে কিছু বলেননি। তবে এটা কার্যত স্পষ্ট হয়ে যায় যে তাঁকে শুধু টেস্ট দলের অধিনায়ক রাখতেই আগ্রহী দল পরিচালন সমিতি। তখন থেকেই রোহিতকে কোহলীর উত্তরসূরি ভাবা হচ্ছিল। জানা গিয়েছে, নির্বাচকদের তরফে রোহিত এবং কোহলি, দু'জনের সঙ্গেই আলাদা করে কথা বলা হয়েছে। নতুন নেতা হিসেবে রোহিত কোন পথে দলকে নিয়ে যেতে চাইছেন, সেটাও জানতে চাওয়া হয় তাঁর কাছে। রোহিতের উত্তরে সন্তুষ্ট হয়েই তাঁকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বরোদার বিরুদ্ধে ২৭ রানে জিতে অভিযান শুরু করল বাংলা

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স) : স্কোরবোর্ডে কম রান থাকলেও ভাল বোলিং ও দুরন্ত ফিল্ডিংয়ের সুবাদে বরোদাকে ২৭ রানে হারিয়ে জয় দিয়ে বিজয় হাজারে ট্রফির অভিযান শুরু করল বাংলা। প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে মাত্র ২৩০ রান করলেও বোলারদের দাপটে ক্রুনাল পান্ডিয়ার দলকে মাত্র ২০৩ রানে অল আউট করে ম্যাচ জিতে যায় সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের দল। আগামীকাল ৯ ডিসেম্বর পুদুচেরির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামবে বাংলা।

তবে জিতলেও বাংলার শুরুটা মোটেও ভাল হয়নি। প্রথম ওভারেই খালি হাতে ফিরে যান শ্রীবৎস গোস্বামী। তবে তৃতীয় উইকেটে অভিষেক দাসের সঙ্গে জুটি বেঁধে ইনিংস মেরামতের কাজ শুরু করেন কাইফ আহমেদ। অভিষেক (৯০ বলে ৬২) ও কাইফ (৯৩ বলে ৬৭) করেন। এরপর ঋত্বিক রায় চৌধুরীর (৩৬ বলে ৪৮) মারমুখী ইনিংসের জন্য ৪৯.৪ ওভারে ২৩০ রানে তোলে বাংলা। রান তাড়া করতে নেমে বরোদার শুরুটাও কিন্তু ভাল হল না। দ্বিতীয় ওভারে আকাশদীপের বলে শাশ্বত রাওয়াত শূন্যতে আউট হন। অধিনায়ক কেদার দেবধর (৫৩ বলে ৩৫) ও পি এ কুমার (৭০ বলে ৩৮) ইনিংসকে করেন। কেদার আউট হওয়ার পর ক্রুণালও ৫৬ বলে ৩৯ রান করেন। বরোদার রান রেট ছিল খুবই মন্থর। আকাশদীপ ৩৯ রানে ৩, মুকেশ কুমার, ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায় ও শাহবাজ আহমেদ দুটি করে উইকেট নেন।

৬ গোলের রোমাঞ্চে জয় হাতছাড়া চেলসির, গ্রুপ সেরা ইউভেন্তুস

জয়ের পথেই ছিল চেলসি। ম্যাচ শেষের বাঁশি বাজতে বাকি কেবল দুই মিনিট। তখনই তারা হজম করল গোল। হাতছাড়া হয়ে গেল সুযোগও। নিজেদের ম্যাচ জিতে গ্রুপ সেরা হলো ইউভেন্তুস।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে 'এইচ' গ্রুপের শেষ রাউন্ডে বুধবার রাতে ৬ গোলের রোমাঞ্চকর ম্যাচে জেনিত সেন্ট পিটার্সবুর্গের মাঠে ৩-৩ ড্র করেছে শিরোপাধারী চেলসি।

একই সময়ে শুরু হওয়া অন্য ম্যাচে নিজেদের মাঠে মালমোকে ১-০ গোলে হারিয়েছে ইউভেন্তুস।

চেলসি ও ইউভেন্তুস- দুই দলেরই শেষ ষোলোর টিকেট নিশ্চিত হয়েছিল আগেই। ৬ ম্যাচে পাঁচ জয়ে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ সেরা হলো ইতালিয়ান দলটি। চার জয় ও এক ড্রয়ে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে রানার্সআপ টমাস টুখেলের দল। ৫ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে থাকা জেনিত খেলবে ইউরোপা লিগে। সবার নিচে মালমোর ১ পয়েন্ট।

শেষ রাউন্ডে ইউভেন্তুসের সমান কিংবা তাদের চেয়ে ভালো ফলাফল হলেই গ্রুপ সেরা- চেলসির সামনে সমীকরণ ছিল এমনই।

সেই লক্ষ্যে তাদের শুরুটাও হয় দারুণ। দ্বিতীয় মিনিটে দলকে এগিয়ে নেন টিমো ভেরনার। তবে বিরতির আগে তিন মিনিটের মধ্যে দুই গোল খেয়ে বসে তারা।

৬২তম মিনিটে ইংলিশ দলটিকে সমতায় ফেরান রোমেলু লুকাকু। নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে ভেরনারের দ্বিতীয় গোলে জাগে জয়ের আশা, গ্রুপ সেরা হওয়ার সম্ভাবনা।

কিন্তু ছয় মিনিট যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে আবার গোল খেয়ে সব আশা শেষ হয়ে যায় গত আসরের চ্যাম্পিয়নদের।

কামিন্সের দাপটে ১৪৭ রান অলআউট ইংল্যান্ড

ব্রিসবেন, ৮ ডিসেম্বর (হি.স) : মাত্র ১৪৭ রানে অল-আউট ইংল্যান্ড। ২৪ বছরের অ্যাসেজের ইতিহাসে আগে কখনও এত কম রানে অল আউট হয়নি ইংরেজরা। তবে এর আগে কখনও কোনও অজি পেসার এতটা খুনে বোলিং অ্যাসেজে করেছিলেন কিনাও সন্দেহ! প্যাট কামিন্স টেস্টের প্রথমদিন একাই ৫ উইকেট তুলে নিলেন। সব থেকে মজার ব্যাপার, টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন হিসাবে অ্যাসেজে অভিষেক হয়েছে কামিন্সের।

১৯৯৭ সালে এজবাস্টনে ১১৮ রানে শেষ হয়ে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস। সেটাই ছিল অ্যাসেজের সব থেকে কম রানের স্কোর। তার ২৪ বছর বাদে এবার ইংল্যান্ড শেষ ১৪৭ সালে। এদিকে ৩৯ বছর পর প্রথম অধিনায়ক হিসেবে পাঁচ উইকেট তুলে নিলেন কামিন্স। একেবারে স্বপ্নের পারফরম্যান্স যাকে বলে! এদিন কামিন্সকে সামলাতে হিমশিম খেলেন ইংরেজ ব্যাটাররা। মাত্র ৩৮ রান দিয়ে পাঁচ উইকেট তুলে নেন তিনি। গাব্বায় অধিনায়ক হিসেবে অভিষেকের এই ম্যাচ কামিন্সের হয়তো সারা জীবন মনে থাকবে।

আমেরিকার পাশে অস্ট্রেলিয়া, বেজিং অলিম্পিক্স বয়কটের সিদ্ধান্তকে স্বাগত স্কটের

সিডনি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): চিনের রাজধানী বেজিংয়ে বসবে ২০২২ সালের শীতকালীন অলিম্পিক্স। সেই প্রতিযোগিতায় ইতিমধ্যেই কূটনৈতিক বয়কটের ডাক দিয়েছে জো বাইডেনের আমেরিকা সরকার। এবার আমেরিকার পাশে দাঁড়াল অস্ট্রেলিয়া। বুধবার অস্ট্রেলিয়ার র্পযানমন্ত্রী স্কট মরিসন জানিয়েছেন, অস্ট্রেলিয়াও ২০২২ বেজিং শীতকালীন অলিম্পিক্স বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চিনের শিনজিংয়ায়ে উইঘুর মুসলিমদের মানবাধিকার লঙ্ঘন-সহ বিভিন্ন ঘটনার জেরেই বেজিংয়ে বসতে চলা শীতকালীন অলিম্পিক্সে কূটনৈতিক বয়কটের এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় স্বার্থে এমনটা আমি করছি। সম্পূর্ণ সঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছি।' তিনি জানিয়েছেন, কোনও খেলোয়াড় যদি অংশ নিতে চান তাহলে সরকার তাঁকে সব রকম সাহায্য করবে। স্কট মরিসনের কথায়, আমাদের দিক থেকে কোনও বাধা ছিল না, তবে চিনা সরকার ধারাবাহিকভাবে আমাদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে।

Notice

Due to unavailable circumstances, the undersigned is hereby cancelled the Tender which was published on 05/12/2021 in local news paper vide this office Notice No.F.VI (63)--DM/KH/NAZ/Vehicle/Vol-II/2016/10844dated.01/12/2021 (copy enclosed).

Sr. Deputy Magistrate,
DDO, Head of Office
DM's office, Khowai.

ICA-C-2854/2021-22

ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER FOR SETTLEMENT OF FOREIGN LIQUOR WAREHOUSES UNDER GOMATI DISTRICT, UDAIPUR.

It is hereby notified for general information that e-tender is invited for settlement of 02(two) nos. of Foreign Liquor Warehouses under Gomati District, for the period of November 2021 to March 2023 for license of Foreign Liquor Warehouses to be effective at suitable premises as per the Tripura Excise Act and Rules subject to certain terms and conditions through e-procurement website of the Government of Tripura, https: / / tripuratenders. goy . in . Details of the terms &, conditions of the 'Notice Inviting E-Tender' are available in the website https:/ / tripuratenders.gov.in., District Web Portal-www.gomati.nic.in and in the Notice Board of Office of the Collector of Excise, Gomati District, Udaipur.

Last date of submission of e-tender addressed to the Collector of Excise, Gomati District will be on 28 /12/2021 up to 5:30 PM. The technical bid(s) will be opened on 2_,/12/ 2021.

Corrigendum/addendum, if any will be published in due course only on the above website.

(Raval H. Kumar, IAS)
Collector of Excise
(DM & Collector)
Gomati District, Udaipur

ICA-C-2841/2021-22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বুধবার আগরতলা পুর নিগমের নবনির্বাচিতদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্যরা। ছবি নিজস্ব।

দিব্যাঙ্গজনদের কল্যাণে রাজ্যের বর্তমান সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে ঃ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। দিব্যাঙ্গজনদের কল্যানে রাজ্যের বর্তমান সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। কিভাবে দিব্যাঙ্গজনদের পাশে আরও বেশী করে থাকা যায় সেই লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আজ পেঁচারথল ব্লকের নবীণছড়া কমিউনিটি হলে আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গজন দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ আলোচনা সভার উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা এ কথা বলেন। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের ঊনকোটি ও উত্তর জেলা কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে এই আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের লক্ষ্য এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা তৈরী করা। এজন্য দিব্যাঙ্গজন থেকে শুরু করে সমাজের সব অংশের মানুষের উন্নয়নে রাজ্য সরকার নানা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। এই সমস্ত পরিকল্পনা রূপায়ণে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী বলেন, দিব্যাঙ্গজনরা সমাজের অবহেলিত অংশ নন। তারা যাতে সমাজের সবার সাথে পা মিলিয়ে চলতে পারেন সেজন্য রাজ্য সরকার নানা কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। দিব্যাঙ্গজনরা যাতে বিভিন্ন দপ্তরে গিয়ে সমস্যার সম্মখীন না হন সে জন্য বিভিন্ন অফিসে র‌্যাম্পের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস বলেন, দিব্যাঙ্গজনদের সম্মান জানাতেই এই ধরণের আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস বলেন, দিব্যাঙ্গজনরা হচ্ছেন সমাজের খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তারা যাতে কোন ধরণের সমস্যার সম্মখীন না হন তা দেখা আমাদের সকলের দায়িত্ব। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঊনকোটি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সত্যবত নাথ, সমাজসেবী মলিনা দাস ও সমাজসেবী সুরজিৎ পাল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের ঊনকোটি জেলা কার্যালয়ের আধিকারিক জন ক্যালভিন দেববর্মা।

সাকাইবাড়িতে নেশা সামগ্রী সহ আটক যুবক, বাজেয়াপ্ত গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৮ ডিসেম্বর।। -উত্তর জেলার ধর্মনগর ট্রাফিক পুলিশের হাতে আটক নেশা সামগ্রী সহ এক যুবক ,আটক করা হয়েছে একটি গাড়িও।ধৃত যুবকের নাম মহিম উদ্দিন বাড়ি ধর্মনগর সাকাইবাড়ি এলাকায়। অভিযোগ এই মহিম উদ্দিন দীর্ঘদিন ধরেই মরণ নেশা ড্রাগসের কারবারের সাথে যুক্ত। পুর্বেও তাকে নেশা সামগ্রী সহ গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। কিন্তু আইনের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে আবারও এই মড়ন নেশার বাণিজ্যের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে মহিম উদ্দিন। আজ আবারও মহিম উদ্দিন কে নেশা বাণিজ্যের সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে পুলিশের হাতে আটক হওয়ায়, পূর্বের মহিম উদ্দিনের মামলার সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী অফিসারের ভুমিকা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে , স্বাভাবিক ভাবেই ধারনা করা হচ্ছে তদন্তকাড়ি অফিসারের দূর্বল চার্জশিটের কারনের ফলে মহিম উদ্দিন আইনি বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়েছে।

ব্রাউন সুগার ,হেরোইন , ইয়াবা ট্যাবলেট ইত্যাদীর মত মড়ন নেশা দ্রব্যের কারনে বহু মানুষের জীবন আজ ধংশের পথে, এই মড়ন নেশা দ্রব্যের প্রতি সবচেয়ে আকৃষ্ট স্কুল কলেজ পড়ুয়া থেকে শুরু করে যুবক যুবতীরা। ধীরে ধিরে যুব সমাজ কে গ্রাস করছে ব্রাউন সুগার হেরোইন এর মত নেশা দ্রব্য। নেশাকারবারিদের পুলিশ আটক করলেও তারা এনডিপি এস মামলায় বিভিন্ন সময় পুলিশের তদন্তে গাফিলতির কারনের ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। আর ছাড়া পেয়ে তারা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরের দুই ছাত্রীকে অপহরণ করে বহিঃরাজ্যে বিক্রির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৮ ডিসেম্বর।। ধর্মনগর থানাধিন কৃষ্ণপুর স্কুলের দুই ছাত্রীকে অপহরণ করে বহিরাজ্যে নিয়ে গিয়ে বিক্রির অভিযোগে ধর্মনগর মহিলা থানা দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে। উদ্ধার করা হয় দুই স্কুল ছাত্রীকে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধর্মনগ জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ঘটনার বিবরন দিয়ে ধর্মনগর মহিলা থানার পুলিশ জানায়, ধর্মনগর থানাধীন কৃষ্ণপুর এলাকার এবং রাধাপুর এলাকার দুই ছাত্রী অন্যান দিনের মত গত শনিবার কৃষ্ণপুর স্কুলে আসে। কিন্তু স্কুল ছুটি হয়ে যাবার পরও দুই ছাত্রী বাড়ি ফিরে না আসাতে ছাত্রীদের অভিভাবকরা আশপাশ এলাকাতে খোঁজ করেও ছাত্রীদের কোন সন্ধান না পাওয়াতে ধর্মনগর মহিলা থানাতে একটি মামলা করেন।ধর্মনগর মহিলা থানার পুলিশ জানায়,তাদের কাছে গোপন সংবাদ আসে দুই যুবক অপহৃত দুই ছাত্রীকে নিয়ে আসাম রাজ্যের বাজারিছড়া থানা এলাকাতে অবস্তান করছে। সেই সংবাদের ভিতিতে ধর্মনগর মহিলা থানার পুলিশ বাজারিছড়া থানার পুলিশের সহযোগিতায় অপহৃত দুই স্কুল ছাত্রীকে উদ্ধার করে এবং গ্রেপ্তার করে জিতেন্দ্র শব্দকর (২০) এবং কাজল দাস (২৫) নামের দুই যুবকে। পুলিশ জানায় ধৃত দুই যুবক দুই ছাত্রীর সাথে প্রেমের অভিনয় করে তাদের স্কুল থেকে পালিয়ে নিয়ে গিয়ে ধর্ষন করে এবং পরে তাদের নিষিদ্ধ পল্লিতে বিক্রি পরিকল্পনা করে।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবিপি হাসপাতালে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী দু'জন হৃদরোগীর সফল পেসমেকার প্রতিস্থাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। জিবিপি হাসপাতালে সম্পর্ণ বিনামূল্যে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী দু'জন হৃদরোগীর হৃদযন্ত্রে পেসমেকার প্রতিস্থাপন করে মৃত্যুর মুখ থেকে তাঁদের ফিরিয়ে আনলেন চিকিৎসকরা। তেলিয়ামুড়ার বাসিন্দা তরণী বিশ্বাস (৭৫) ও উদয়পুরের বাসিন্দা নেপাল দেবনাথ (৭০) দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগে ভুগছিলেন।

হৃদযন্ত্রে কমপ্লিট ব্লকেজ নিয়ে দু'জনেই গতমাসে জিবিপি হাসপাতালে ভর্ত্তি হন। জরুরী ভিত্তিতে তরণী বিশ্বাসের হৃদযন্ত্রে গত ১৯ নভেম্বর এবং নেপাল দেবনাথের হৃদযন্ত্রে গত ১৭ নভেম্বর অস্থায়ী পেসমেকার বসান জিবিপি হাসপাতালের কার্ডিও থোরাসিক অ্যাণ্ড ভাসকুলার সার্জারি (সি টি ভি এস) ইউনিটের কনসালট্যান্ট ডাঃ কনক নারায়ণ ভট্টাচার্য্য। দুজনকেই আইসিইউতে রাখা হয়। দু'জনরেই আর্থিক অবস্থা দুর্বল থাকায় পেসমেকার ক্রয়ের সামর্থ্য তাদের ছিলনা। তাঁরা আয়ুমান ভারত প্রকল্পের বেনিফিসিয়ারি হওয়াতে হাসপাতাল কর্ত'পক্ষ পেসমেকার ক্রয় করে। দীর্ঘদিন আইসিইউতে থাকা দু'জন রোগীর হৃদযন্ত্রে পেসমেকার প্রতিস্থাপন যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।

শেষ পর্যন্ত গতকাল ৭ ডিসেম্বর, ২০২১ হৃদরোগ বিশেষ' ডাঃ কনক নারায়ণ ভট্টাচার্য্য এই দু'জনের হৃদযন্ত্রে অ'োপচার করে পেসমেকারের সফল প্রতিস্থাপন করেন। দু'জনই বর্তমানে আইসিইউতে ভর্তি রয়েছেন। দু'জনরেই শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। সম্পর্ণ বিনামূল্যে পেসমেকার প্রতিস্থাপন সফল ভাবে সম্পন্ন হওয়ায় রোগীর পরিবার পরিজনরা আনন্দিত। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

নবগঠিত জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েত হল জনগণের নগর পঞ্চায়েত ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। আজ জিরানীয়া নগর প'ায়েত অফিস প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানে জিরানীয়া নগর প'ায়েতের নবনির্বাচিত ১১ জন সদস্য সদস্যা শপথ গ্রহণ করেন। মঙ্গল প্রদীপ জালিয়ে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ম' দাস, ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ বিশিষ্ট সমাজসেবী অমিতা বণিক, সমাজসেবী মিহির সরকার, সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। নির্বাচিত ১১ জন সদস্য সদস্যাদের শপথ বাক্য পাঠ করান জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক জীবন ক'ষ্ণ আচার্য। নির্বাচিত সদস্য হিসেবে শপথ নেন গৌরী ভৌমিক (সূত্রধর), রিতা দাস, পবিত্র দাস, সবিতা দাস, স্বদেশ ঘোষ, এলিনা চৌধুরী, পৃথিরাজ মজমদার, ফুল কুমারী সরকার, রতন কুমার দাস, শর্মিলা দেববর্মা এবং দুলাল চন্দ্র দাস। এর পর নব নির্বাচিত সদস্য সদস্যাগণ একটি সভায় জিরানীয়া নগর প'ায়েতের চেয়ারপার্সন হিসেবে রতন কুমার দাসকে ও ভাইস চেয়ারপার্সন হিসাবে রীতা দাসকে নির্বাচিত করেন। নির্বাচিত চেয়ারপার্সন ও ভাইস চেয়ারপার্সনকে শপথ বাক্য পাঠ করান জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক জীবন ক'ষ্ণ আচার্য। চেয়ারপার্সন ইন কাউন্সিলার নির্বাচিত হন পৃথিরাজ মজমদার। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পী গৌর দাস। শপথ গ্রহণ পর্বের পর অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্ক'তি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, নবগঠিত জিরানীয়া নগর প'ায়েত হল জনগণের নগর প'ায়েত। কোন দলের নয়।

তিনি নব নির্বাচিত সদস্য সদস্যাগণকে জনগণের কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি নির্বাচিত সদস্য সদস্যাদের অভিনন্দন 'াপন করে বলেন জনগণের প'ায়েত জনগণের কাছে উৎসর্গ করা হল আজ থেকে। তিনি বলেন, সকলে মিলে কাজ করে এই জিরানীয়া নগর প'ায়েতকে একটি আদর্শ নগর প'ায়েতে রূপায়িত করতে হবে। রাজনীতির উর্ধে উঠে কিভাবে নাগরিক পরিষেবা আরও বৃদ্ধি করা যায় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

মেয়র দীপক মজুমদার ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত সহ শপথ নিলেন নবনির্বাচিত সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। আগরতলা পুর নিগমে মেয়র পদে শপথ নিলেন দীপক মজুমদার। নগরোন্নয়ন সচিব কিরণ গিত্তে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন। ডেপুটি মেয়র হয়েছেন মণিকা দাস দত্ত। এছাড়া আরও আটজন নির্বাচিত সদস্য মেয়র-ইন-কাউন্সিল পদে শপথ গ্রহণ করেছেন। আজ বুধবার আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে পুর নিগমে নবনির্বাচিত ৫১ জন সদস্য শপথ নিয়েছেন। পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন। নগরোন্নয়ন সচিব মেয়র-ইন-কাউন্সিলদের শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছেন।

আগরতলা পুর নিগমের ৫১টি আসনই বিজেপি জয়ী হয়েছে। আজ ছিল নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, শিক্ষা ও আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ, কারামন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল, ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী, বিজেপি প্রদেশ সভাপতি ডা. মানিক সাহা সহ বিজেপির প্রদেশ শীর্ষ নেতৃত্ব ও পদাধিকারীগণ।

আজ প্রথমে পুর নিগমে নবনির্বাচিত সদস্যরা পদ ও গোপনীয়তাক শপথ নিয়েছেন। তার পর প্রথা মেনে নির্বাচিত সদস্যরা মেয়র, ডেপুটি মেয়র এবং মেয়র-ইন-কাউন্সিল নির্বাচনে বৈঠক করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন। বৈঠক শেষে মেয়র হিসেবে দীপক মজুমদারের নাম ঘোষণা করেন তিনি। এর পর মেয়র পদে দীপক মজুমদারকে শপথবাক্য পাঠ করানো হয়েছে। একে একে ডেপুটি মেয়র এবং মেয়র-ইন-কাউন্সিলগণ শপথ নিয়েছেন।

ডেপুটি মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মণিকা দাস দত্ত। এছাড়া মেয়র-ইন-কাউন্সিল পদে দায়িত্ব পেয়েছেন জগদীশ দাস, সম্পা সরকার সেন, হীরালাল দেবনাথ, হিমানী দেববর্মা, তুষারকান্তি ভট্টাচার্য, বাপি দাস, উদয় ভাস্কর চক্রবর্তী এবং হরিসাধন দেবনাথ।

বিলোনীয়ায় মাধ্যমিকের এডমিটে ভুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৮ ডিসেম্বর।। রাজ্য শিক্ষা দপ্তরে যেখানে বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা বদলির আদেশ বের হচ্ছে আবার দেখা যাচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের এডমিট কার্ডে ভুলে ভরা। কোথাও জন্ম তারিখ ভুল আবার কোথাও নামের ভুল রয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা সহ অভিভাবকেরা ভুলে ভরা এডমিট কার্ড দেখে মনখারাপ হয়ে যায়। ভুলে ভরা এডমিট কার্ড , এই ঘটনা উঠে আসলো বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। আগামী পনের ডিসেম্বর ত্রিপুরা বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষা। গতকাল ত্রিপুরা বোর্ড থেকে নিয়ে আসা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের এডমিট কার্ড বুধবার দুপুরে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তুলে দেওয়া হয়।

বিলোনিয়া বিদ্যাপিঠ স্কুলে মোট ১১৭ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে চল্লিশ শতাংশ পরীক্ষার্থীদের এডমিট কার্ডে ভুল রয়েছে জন্মের তারিখ। এই ভুলে ভরা এডমিট কার্ড হাতে পাওয়ার পরেই পরীক্ষার্থীরা এক প্রকার হতবাক হয়ে যায়। পাশাপাশি পরিক্ষার্থীদের অভিভাবকেরাও খবর পেয়ে ছুটে আসে স্কুলে। বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে জানানোর পর , প্রধান শিক্ষক মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সাথে কথা বলে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে আশ্বস্ত করা হয় আগামী কয়েক দিনের মধ্যে এডমিট কার্ডের ভুলভ্রান্তি শুদ্ধ করে পুনরায় এডমিট কার্ড পাঠানো হবে।

উদয়পুর পুর পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য ও সদস্যাদের শপথ নিলেন, শীতল চন্দ্র মজুমদার চেয়ারপার্সন নির্বাচিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৭ ডিসেম্বর।। আজ উদয়পুরস্থিত রাজর্ষি কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয় উদয়পুর পুর পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ও সদস্যাদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সকল নির্বাচিত সদস্য ও সদস্যাদের শপথবাক্য পাঠ করান গোমতী জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা রাভেল হেমেন্দ্র কুমার। শপথ নেওয়ার পর সকল নির্বাচিত সদস্য ও সদস্যারা উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন হিসেবে শীতল চন্দ্র মজমদারকে ও ভাইস চেয়ারপার্সন হিসাবে অনুপম চৌধুরীকে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত করেন। এরপর চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজমদারকে শপথবাক্য পাঠ করান গোমতী জেলার জেলাশাসক রাভেল হেমেন্দ্র কুমার ও ভাইস চেয়ারপার্সন অনুপম চৌধুরীকে শপথবাক্য পাঠ করান চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজমদার। এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় সকল নির্বাচিত সদস্য সদস্যাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার নাগরিক পরিষেবা উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উদয়পুর পুর এলাকার সার্বিক উন্নয়নে রাজ্য সরকার বহুমুখী পরিকল্পনা রূপায়ণ করে চলেছে। তিনি বলেন, নতুন এই নির্বাচিত সংস্থা উদয়পুর পুর এলাকার সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি সকল নির্বাচিত সদস্য সদস্যাদের জনগণের স্বার্থে কাজ করার জন্যও পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি বিধায়ক রণজিৎ দাস বলেন, রাজ্য সরকার পুর ও নগর এলাকার সার্বিক উন্নয়নে আন্তরিক। উদয়পুর পুর পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ও সদস্যারা রাজ্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজমদার পুর এলাকার সার্বিক উন্নয়নে পুরবাসীর সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, সকল জনমুখী কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ণে উদয়পুর পুর পরিষদ গুরুত্ব সহকারে কাজ করবে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি দেবল দেবরায়, মাতাবাড়ি প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুজন সেন, টেপানীয়া প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ঝর্ণা দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবক অভিষেক দেবরায়, প্রবীর দাস, রতন ঘোষ প্রমুখ। উল্লেখ্য, গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী এবং সহকারী সভাধিপতি দেবল দেবরায় পুর পরিষদের সকল নির্বাচিত সদস্য সদস্যাদের পুপস্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

বিশালগড় পৌর পরিষদের নবনির্বাচিতরা শপথ নিলেন চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ ডিসেম্বর।। বুধবার বিকেল তিনটায় বিশালগড় পৌর পরিষদের ১৫ জন কাউন্সিলর শপথ নেন বিশালগড় টাউনহল। নির্বাচিত ১৫ জন কাউন্সিলর কে শপথ বাক্য পাঠ করান সিপাহী জলা জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি। বিশালগড় পৌর পরিষদের একেক করে মোট ১৫ জন কাউন্সিলর শপথ নিলেন আজ।

বিশালগড় পৌর পরিষদের চেয়ারপারসন ও ভাইস চেয়ারপার্সন হিসাবে শপথ নিলেন অঞ্জন পুরকায়স্থ ও সুশান্ত দেব। চেয়ারপারসন ও ভাইস চেয়ারপার্সন কে শপথ বাক্য পাঠ করান বিশালগড় মহকুমা শাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্য। শপথ বাক্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা খাদি বোর্ড এর চেয়ারম্যান রাজিব ভট্টাচার্য, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন টিআইডিসি চেয়ারম্যান টিংকু রায়, ত্রিপুরা টি বোর্ডের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী নবাদল বণিক, সিপাহীজলা জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি প্রথমে ১৫ জন কাউন্সিলর কে শপথ বাক্য পাঠ করান। শপথ বাক্য অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিশালগড় পৌর পরিষদের জনগণের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। ৫ জনকে নিয়ে বিশালগড় পৌর পরিষদের চেয়ারম্যানের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন রিঙ্কু দাস, অমর সরকার, নিখিল রঞ্জন চক্রবর্তী, লক্ষ্মী রানী সাহা, রতন দেব, বিশালগড় পৌর পরিষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান কে কেন্দ্র করে এলাকার জনগণের উপস্থিতি লক্ষণীয়।

আলোচনা করেন সিপাহী জলা জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলেন বিশালগড় পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে বলেন বিশালগড় পৌর পরিষদ এলাকার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করার জন্য। সকলকে মিলে কাজ করার জন্য বলেন। এছাড়া আলোচনা করেন বিশালগড় পৌর পরিষদের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলেন বিশালগড় পুরো পরিষদ কে শ্রেষ্ঠ পরিষদ বানানোর লক্ষ্যে সকলের সহযোগিতা কামনা চান, বিগত সময়ে যেভাবে পৌর পরিষদ কে সহযোগিতা করেছেন ঠিক সেইভাবে সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান। এছাড়া আলোচনা করেন বিশালগড় পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সুশান্ত দেব। বিশালগড় পৌর পরিষদের এক নং ওয়ার্ড থেকে শপথ শপথ নেন রিঙ্কু দাস, ২ নং ওয়ার্ড থেকে অমর সরকার, ৩ নং ওয়ার্ড থেকে ঊষা রঞ্জন দাস, ৪ নং ওয়ার্ড থেকে জয়ন্তী ভৌমিক, ৫ নং ওয়ার্ড থেকে নিখিল রঞ্জন চক্রবর্তী, ৬নং ওয়ার্ড থেকে লক্ষ্মী কর্মকার রায়, ৭ নং ওয়ার্ড থেকে অনুরাগ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

TRIPURA JUNIOR SCIENCE AND MATHEMATICS
TALENT SEARCH EXAMINATION

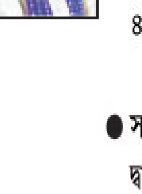
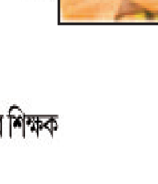

- ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য
- বিজ্ঞান মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার মাধ্যমে ১০০ জন শিক্ষার্থীর প্রতি মাসে ৪০০ টাকা করে মোট ১৫ মাসের বৃত্তি প্রদান।
- সরকারি এবং সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পছন্দের শিক্ষক দ্বারা বিনামূল্যে কোচিং।
- বেসরকারি বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরাও উক্ত পরীক্ষায় বসতে পারবে।
- রাজ্যের সকল সরকারি, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণিতে পাঠরত উপরোক্ত পরীক্ষায় বসতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার নিয়মাবলী বিশদে জানার জন্য এসসিইআরটির ওয়েবসাইট www. tripuratalentsearch.com দেখার অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- অনলাইনে আবেদন জমা নেওয়া শুরু হবে ১৫-১২-২০২১ইং
- আবেদনপত্র জমা দেবার শেষ তারিখ ৩১-১২-২০২১ ইং
- পরীক্ষার তারিখ : ১৬-০১-২০২২
- দ্রষ্টব্য : অফলাইনে কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না

(এন.সি. শর্মা)
অধিকর্তা
এস সি ই আর টি

ICA/D-1402/2021-22

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।